CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 April 2019 ■ আগরতলা, ২৬ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ১২ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট শেষ কথা নয়

পশ্চিম আসনে পুনঃ ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। পশ্চিম আসনে ভোটে রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টই যথেষ্ট নয়। ভোট প্রক্রিয়ায় অনেক বিষয় খতিয়ে দেখতে হয়। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুনীকান্তি। তাঁর কথায়, ওয়েব কাস্টিং এবং ভিডিও ফুটেজে ভোট প্রক্রিয়ায় কিছু গন্ডগোল ধরা পড়েছে। কিন্তু, পুনঃ ভোটের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। প্রিসাডিং অফিসার থেকে শুরু করে মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করার পর নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার ড. সন্দীপ মাহাত্মের লেখা চিঠিকে ঘিরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, ওই চিঠিতে পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসার একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাতে ৪৩৩টি বুথে ভিডিও গ্রাফি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৭৯টি বুথে ৯ ঘন্টার কম ভিডিও গ্রাফি হয়েছে। এছাড়া ৫৪টি বুথে ভিডিও ফুটেজ বিকৃত করা হয়েছে। তাতেই রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চরমে উঠেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০টি বুথে কোনও ক্যামেরা বসানো হয়নি। ১৫টি বুথে ক্যামেরা বসানো হলেও তা ভেঙে পড়েছিল এবং পুনরায় লাগানো হয়নি। একটি বুথে ক্যামেরা পরে ভেঙে গিয়েছে। ৬টি বুথে অপারেটর নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার আগেই ক্যামেরা খুলে নিয়েছে। ৫টি বুথে একাধিকবার ক্যামেরা খুলে মাটিতে পড়েছে। ৩টি বুথে অপারেটর ক্যামেরার

মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুনীকান্তি

অবস্থান বদল করেছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল ১টি বুথে ক্যামেরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, ৮টি বুথে অন্যান্য গড়মিল ধরা পড়েছে। পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৫টি বুথে নির্বাচন চলাকালীন গড়মিল প্রমাণিত হয়েছে। তবে, ৩৬৮টি বুথে প্রিসাইডিং অফিসার এবং মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট অনুযায়ী অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা ঘটেনি।

এই রিপোর্টকে ঘিরেই বিরোধী শিবিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, এই রিপোর্টেই প্রমাণিত পশ্চিম আসনে ভোটে কারচুপি হয়েছে। পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তার রিপোর্টে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভিডিও ফুটেজে সবচেয়ে বেশি অনিয়মের কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে। এছাড়া খয়েরপুর, মজলিশপুর, বিশালগড়, ধনপুর এবং রামনগরে অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় বেশি অনিয়ম হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র বনমালীপুর কেন্দ্রে এমন কোনও অনিয়মের বিষয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করেননি পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসার।

এই রিপোর্ট নিয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুনীকান্তি জানিয়েছেন, রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট পুনঃ ভোটের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাঁর কথায়, পুনঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারদের ডাইরি এবং মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট এবং প্রিসাইডিং অফিসার ও মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করার পর কমিশন পুনঃ ভোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি জানান, প্রায় ৭০০ বুথে একই অভিযোগ একাধিক জমা পড়েছে। সেক্ষেত্রে ওই অভিযোগ গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সহজ হবে। তিনি আরও জানান, ভিডিও গ্রাফির বরাত যাদের দেওয়া হয়েছে বুথে অনিয়মের জন্য তাদের জবাব চাওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা

অভিযোগের তদন্তকারী প্যানেল থেকে সরলেন বিচারপতি রামানা এলেন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল।। দেশের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত তদন্তকারী প্যানেল থেকে সরে দাড়িয়েছেন বিচারপতি এনভি রামানা। তাঁর স্থলে এলেন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা।

বিচারপতি রামানা প্রধান বিচারপতি ঘনিষ্ঠ এই দাবি করে অভিযোগকারীণী আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তির কারণেই প্যানেল থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি এনভি রামানা।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন মহিলা কর্মী যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগের তদন্তে তিন সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্যানেলে রয়েছেন বিচারপতি ইন্দিরা বন্দোপাধ্যায়, বিচারপতি এস এ বোবদে এবং এনভি রামানা। বুধবার এই প্যানেলে বিচারপতি এনভি রামানার উপস্থিতি নিয়ে অভিযোগকারীণী প্রশ্ন তুলেন। তাঁর অভিযোগ, বিচারপতি রামানা প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যের মত। বিচারপতি রামানা রঞ্জন গগৈর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, গত ২০ এপ্রিল দেশের ২২জন বিচারপতিকে যখন তিনি হলফনামা পাঠিয়েছিলেন তখন তার সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিচারপতি রামানা।

বিচারপতি বোবদে জানান, প্যানেলে রামানাকে বাছাই করার অন্যতম কারণ ছিল, অভিজ্ঞতার নিরীখে তিনি আমার পরেই। কিন্তু, অভিযোগকারীণী আপত্তি তোলায় তাঁকে সরিয়ে বিচারপতি ইন্দু মোলহোত্রাকে প্যানেলের সদস্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি আর ভানুমতির পর দ্বিতীয় মহিলা বিচারপতি হলেন ইন্দু মালহোত্রা। গত বছর এপ্রিলে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা নিয়ে যে সংস্থা কাজ করার ক্ষেত্রে এই দেশে পথিকৃৎ, সেই বিশাখা কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের ঘরের মধ্যে যৌন হেনস্থার অভিযোগের মামলাগুলিরও দেখভাল করতেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে ক্যাডাররাজ-সিন্ডিকেটরাজ ও অভিষেকরাজ কায়েম করেছে তৃণমূল : বিপ্লব

পুরুলিয়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সন্ত্রাস এবং দমনপীড়ন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাচাছোঁলা ভাষায় বিঁধেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ৩৪ বছরের ক্যাডাররাজের পরিবর্তন হলেও তৃণমূল সেই ক্যাডাররাজ ফিরিয়ে এনেছে। সাথে সিন্ডিক্যাটরাজ ও অভিষেকরাজ শুরু হয়েছে। যোগ করেন, তৃণমূলের রাজত্বে বাম আমলের মতোই মানুষ খুন হচ্ছেন। হুঙ্কার দিয়ে পুরুলিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিজেপি কার্যকর্তাদের খুনের বদলা নিতে হবে । ইভিএমে তার জবাব দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ায় বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব । প্রচণ্ড গরমে রাজনীতির পারদ আরও চড়িয়ে দেন তিনি । বিপ্লব দেব তাঁর ভাষণে আগাগোড়া তৃণমূল কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়েছে ২০১১ সালে। তাঁর মতে, মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই মমতার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, এই পরিবর্তনের প্রভাব আজও অনুভব করতে পারেননি পশ্চিমবঙ্গবাসী।

বিপ্লবের কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে সাত বছরে তিন রাজ কায়েম করেছে তৃণমূল। তিনি বলেন, বামেরা ক্যাডাররাজ রেখে গিয়েছিল। তৃণমূল তার সাথে সিন্ডিকেটরাজ ও অভিষেকরাজ কায়েম করেছে। বিপ্লবের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল জমানাতেও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। বিজেপির অনেক কর্মী রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায়ও বাম জমানায় প্রচুর মানুষ খুন হয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে সিপিএমের ক্যাডাররা নৃশংসভাবে খুন করেছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কমিউনিস্টরা শুধুই বোঝে সন্ত্রাস। পশ্চিমবঙ্গেও একই হাল ছিল। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় জমানা বদলালেও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। বাম জমানার পর এখন তৃণমূলের আমলেও মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন।

বিপ্লবের অভিযোগ, উন্নয়নের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী সন্ত্রাসের কাঁধে ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। তাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়নে বাধা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপ্লবের কথায়, সব-কা সাথ,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল্পনার অবসান

বারাণসী থেকে লড়ছেন না প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। যাবতীয় গুঞ্জন ও জল্পনার অবসান। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা নন, উত্তর প্রদেশের বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেস প্রার্থী অজয় রাইউ পাশাপাশি উনিশের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে ভোটে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থী মধুসূদন তিওয়ারিউ বারাণসী সংসদীয় কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী কে হচ্ছেন? তা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে বহাল ছিল রহস্য। অবশেষে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বারাণসী থেকে ভোটে লড়বেন অজয় রাই।

এদিনই গোরক্ষপুর লোকসভা আসনেরও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন মধুসূদন তিওয়ারিউ উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী থেকে মাত্র ৭৫,০০০ ভোট পেয়েছিলেন অজয় রাই। ২ লক্ষ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫.৮ লক্ষ ভোট পেয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন। শুক্রবারই বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

২৯ ঘন্টা পর গণ্ডাছড়ায় আইপিএফটির অবরোধ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। পোলিং এজেন্টকে মারধরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে গণ্ডাছড়ায় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছে আইপিএফটি। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে আইপিএফটির কর্মীরা অবরোধ তুলে নেন। মূলত, গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পোলিং এজেন্ট মারধরের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গণ্ডাছড়ায় আইপিএফটি আহূত সড়ক অবরোধের আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। বুধবার দুপুর বারোটা থেকে গণ্ডাছড়ায় আমবাসা-গণ্ডাছড়া, গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি ও গণ্ডাছড়া-অমরপুর সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধে বসেছিলেন আইপিএফটি কর্মীরা। মঙ্গলবার ভোট চলাকালীন দলের দুই পোলিং এজেন্টকে মারধরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করছে না বলে ত্রিপুরার ধলাই জেলার গণ্ডাছড়ায় চার জায়গায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধ গড়ে তুলে আইপিএফটি। দোষীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা সাফ জানিয়েছিলেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের প্লাস্টিক চাল ও ডিম, তদন্তে বিভাগীয় কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ফের রাজ্যে প্লাস্টিক চাল ও প্লাস্টিক ডিমের অবস্থান ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বাগমায় এক ব্যক্তি প্লাস্টিক চাল ও প্লাস্টিক ডিমের সন্ধান পান। খবরটি ছড়িয়ে পরতেই মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছেন খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা।

এদিকে অপর ঘটনা ঘটেছে উদয়পুরের খুপিলং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার উদয়পুরের খুপিলং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য যে খাওয়ার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে প্লাস্টিকের চাল এবং ডিমও ছিল। এতে প্রসূতি মায়েরা ভয় পেয়ে যান। এ ঘটনায় ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হইচই পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান খাদ্য দফতরের দক্ষিণ ও গোমতি জেলার আধিকারিকরা। জানা গেছে, ঘটনাটি কতটা সত্য তা জানতে তদন্ত শুরু করেছেন আধিকারিকরা। তাঁরা চাল ও ডিমের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন।

গোমতি জেলা ফুড সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অফিসার দয়াল রাম দাস জানিয়েছেন, প্লাস্টিক চাল ও ডিমের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নমুনা কলকাতা ল্যাবে পাঠানো হবে। সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর এবিষয়ে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।

শনিছড়ায় প্রহৃত ডাক্তার ও নার্স, অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করলে কর্মবিরতির হুমকি স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৫ এপ্রিল।। আগরতলা মেডিক্যাল গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পর এবার অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে জনৈক যুবক। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মধ্যরাতে। জানা গেছে, গত রাতে শনিছড়ার জনৈক পরীক্ষিত সিনহা তার ভাই সুকুমার সিনহাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসে। তখন কর্তব্যরত নার্স অন্য এক মুমূর্ষু রোগীর পরিষেবায় ব্যস্ত ছিলেন। তা দেখে মেজাজ হারিয়ে নবাগত রোগী সুকুমারের ভাই পরীক্ষিত কর্তব্যরত নার্স নাসিমা বেগমের সঙ্গে প্রথমে বচসায় লিপ্ত হয়। এক সময় পরীক্ষিত নার্সের গালে কষে থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। থাপ্পর খেয়ে নার্স উত্তেজিত যুবকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। তাদের হাল্লা-চিৎকারে হাসপাতালে শোরগোল বেঁধে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে উভয়কে শান্ত করতে ছুটে এসে আক্রান্ত হন দংসুরাই হালাম ও ভোমা হালাম নামের দুই হাসপাতাল কর্মীও। ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হন হাসপাতালের চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথ। তিনি পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁকেও অভিযুক্ত পরীক্ষিত নামের যুবকটি বেধড়ক পেটায় বলে জানা গেছে।

খবর দেওয়া হয় চোরাইবাড়ি থানায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে যান পুলিশ কর্মীরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে তখন হাতের কাছে পেয়েও গ্রেফতার করেনি, উঠেছে এই অভিযোগও। ততক্ষণে নাকি অভিযুক্ত পরীক্ষিত তার ভাই সুকুমারের চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি চলে যায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার সামগ্রী ও গবাদি পশু আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তারাপুকুর গ্রামের একটি রবার বাগান থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগে মোড়া নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা, গাঁজা ও নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

দীপক নামাঙ্কিত বিওপি-র ১৪৫

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৯৫ ▫ ২৬ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ১২ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের জয়যাত্রা

গণতন্ত্রই মানুষের প্রাণশক্তি। গণতন্ত্র না থাকিলে বা দূর্বল হইলে স্বৈরতন্ত্রের ষ্টিম রোলারে পিষ্ট হইতে হইবে। মানুষের কোনও দাবীই গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং যে কোনও মূল্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, পুষ্ট করার জন্য জনগণকেই সক্রিয় হইতে হইবে। তাহা না হইলে মানুষের অধিকার ছিনাইয়া নিবে স্বৈরতন্ত্র। পেশী শক্তির কাছে নতজানু হইতে হইবে। ত্রিপুরার পশ্চিম লোকসভা আসনে ওয়েব ক্যামেরায় প্রচুর অনিয়ম হইয়াছে। ইহা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা আসন নিয়া চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আসিয়াছে। এই আসনের ২০টি কেন্দ্রে কোনও ক্যামেরাই লাগানো হয় নাই। ১৫টি কেন্দ্রে ক্যামেরা লাগানোর পর তাহা পড়িয়া যায়। পরে নতুন করিয়া লাগানো হয় নাই। ৬টি কেন্দ্রে ভোট শেষ হওয়ার আগেই অপারেটর ক্যামেরা খুলিয়া নিয়াছে।

এই যখন পশ্চিম কেন্দ্রের হাল অবস্থা তখন স্বাভাবিক ভাবেই পুনঃ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হইতে পারে। নির্বাচন কমিশন ও ত্রিপুরার পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনের পক্ষেই ঘোষণা দিবেন বলিয়া আঁচ পাওয়া গিয়াছে। তবে, কত বুথে পুনঃ নির্বাচন করা হইবে তাহা এখনও বলা যায় নাই। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট রিগিং বন্ধ করিতে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছে। এই তৎপরতাই গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। নির্বাচন যদি পেশী শক্তির কাছে বিকাইয়া যায় তাহা হইলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ রচিত হয়। নির্বাচন পরিণত হয় প্রহসনে। এই প্রহসন দেশের ঐক্য সংহতিকে রক্ষা করিবে না। দেশটা লুটেরাদের হাতে বন্দী হইবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন অন্তত ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসনে কঠোর পদক্ষেপ নিয়া গণতন্ত্রের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিতে প্রতিটি নাগরিককে সক্রিয় হইতে হইবে। নির্বাচন কমিশনও এক্ষেত্রে জোরদার পদক্ষেপ না নিলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ হইয়া যাইত। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট অনেকটাই স্বস্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্তত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে সিপিআই(এম)। কংগ্রেসও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। এই ঘটনায় প্রমাণ হইয়াছে যে, নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করিলে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করাইতে পারে। রাজ্যের মানুষ যেকোনও মূল্যে গণতন্ত্র রক্ষায় অগ্রণী তাহাও প্রমাণ হইয়াছে। ভোটে হারজিৎ থাকিবেই। রিগিং, ছাপ্পা ভোট মারিয়া গণ ইচ্ছাকে কবর দিবার চেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে গণতন্ত্র বাঁচিবেই। ক্ষমতালোভি যাহারা গণ ইচ্ছাকে পদদলিত করিয়া বাঁকা পথে জয়ের তিলক পরিতে চায় তাঁহারা বুঝিয়া গিয়াছে মানুষের জয়ই শেষ কথা। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ নতুন কিছু নহে। যুগে যুগে এই আক্রমণ বিভিন্নভাবে সংগঠিত হইতেছে। ক্ষমতামত্তরা ভুলিয়া যান যে, জোর যাহার মুল্লুক তাহার মধ্যযুগীয় প্রথা আজ একেবারে অচল। অধিকার সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশী সচেতন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে পুনঃ ভোট সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানাইতে কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিম আসনে পুনঃ ভোট করিয়া গণতন্ত্রের বিজয় পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনাইয়া নিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে সকল শান্তিপ্রিয় মানুষকে সজাগ ও সক্রিয় থাকিতে হইবে। নির্বাচন কমিশনকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতেই হইবে।

গণতন্ত্রের রাজসূয় যজ্ঞ কত কিছু পাল্টেছে

স্নেহাশিস সুর

আমি ঘটনাচক্রে খুব ছোটবেলা থেকেই ভোট দেখেছি, তাও খুব কাছ থেকে। তারপর ১৮ বছর বয়স হওয়াতে ভোট দিয়েছি আর 'সাংবাদিক' হিসেবে ভোট 'কভার' করেছি ১৯৮৪-র অষ্টম লোকসভা নির্বাচন থেকে এই ২০১৯-র এর সপ্তদশ লোকসভা ভোটের আগে এখন মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে ভোটের এই বিবর্তনটা। মানে ভোটপ্রচার, ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা এবং ভোটের কভারেজ—সবকিছুই কত পাল্টেছে!

ছোটবেলায় দেখতাম প্রচারে পিচবোর্ডের বাক্স দিয়ে বড় বড় প্রতীক চিহ্ন করে মিছিলে ব্যবহার করা হত ভোটারদের প্রতীকটা চেনানোর জন্য। 'চোঙা ফোঁকা' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু ভোটের প্রচারে 'হরিদাসের বুলবুল ভাজা' বিক্রিতে যেভাবে চানাচুরওলারা টিনের একটা পাইপের মতো জিনিস মুখে লাগিয়ে প্রচার করত, যাতে শব্দটা জোরে শোনাত---সেই দিয়ে প্রার্থীদের জন্য প্রচার করা হত।

দেওয়াল লিখন আর পোস্টারের ব্যবহার তো ছিলই। তবে ছিল না এখনকার মতো কাট আউট আর ফ্লেক্স। হয়তো এটাও অনেক কিছুর স ঙ্গে দক্ষিণের উপহার। যেমন, চলচ্চিত্র তারকাদের ভোটপ্রার্থী হওয়া। লাইট পোস্টে দরমা টাঙিয়ে তার ওপরও পোস্টার মারা হত। আর থাকত টিন বা অ্যালুমিনিয়াম স্টেনসিল শিট। দেওয়ালে ওটা ধরে, ওপরে আলকাতরা মাখালে সঠিক লেখাটা ফুটে উঠত। তবে দেওয়াল লিখন এখনও থাকলেও, কিছুটা কি কমেনি? নিয়ম অনুযায়ী, যার বাড়ি তার অনুমতি নেওয়া (কার ক'টা মাথা 'না' বলার); সরকারি ভবনে দেওয়াল লেখা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি। তবে দেওয়াল লেখায় খেন যেটা খুব একটা পাই না— তা হল ভোটের সব মজার মজার ছড়া। একপক্ষ লিখত পাল্টা-ছড়া। ছড়ায় তীব্র ব্যঙ্গাত্মক বক্র ইঙ্গিত থাকলেও কোনও দিন তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বড়সড় অভিযোগ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। সাধারণ মানুষ কিন্তু খুব উপভোগ করতেন এই হাস্যরস।

প্রাচারে আরেকটা বিষয় মনে খুব দাগ কাটত। পাড়ায়কে 'বামপন্থী' বা কে কট্টর 'কংগ্রেসি' সবাই জানত। কিন্তু বামপন্থী প্রার্থীকেও যেমন দেখেছি প্রচারে গিয়ে পাড়ার সাবেক কংগ্রেস নেতারা বড়িতে 'কী দাদা কেমন আছেন?' কি 'বউদি একগ্লাস জল খাব,' বলে অবাধ ঢুকে যেতেন; আলোচনা করতেন কোন এলাকায় কে কেমন ভোট পারেন, তা নিয়ে। আবার কংগ্রেসের নেতা-প্রার্থীরা চলে যেতেন বামপন্থীদের কাছে। এই সৌজন্য, সহিষুণ্ণতা, রাজনীতির ঊর্ধ্বে সামাজিকতার স্থান-এগুলো আমার মনে খুব দাগ কেটেছে।

ভোটের দিন চলত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তাড়া দেওয়া আর ছাপ্পা ভোটের প্রয়াস। ভোটের কালি তোলার রাসায়নিক জোগাড় হত আর হাতে ভোটার স্লিপ ধরিয়ে কাউকে বলে দেওয়া হত—'এই, তোর নাম এই আর তোর বাবার নাম এই---যা চট করে ভোটটা দিয়ে আয়'। আবার কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে গজগজ করত, 'যাঃ বাব—আমাদের পোলিং এজেন্টই তো অবজেকশন দিল!' সমন্বয়ের অভাব আর কী!

আসলে তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। দেশের প্রথম মূখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন যেমন বিশ্বজোড়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভারতের মতো নতুন স্বাধীন হওয়া দেশজুনে নির্বাচন পরিকাঠামো তৈরি করে, সেই রকম টি এন শেষণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পর কমিশনের গুরুত্ব এবং নিয়মকানুনের কঠোরতা অনেক বেড়ে যায়। আগে কিন্তু সরকারি দলের রাজনৈতিক নেতারা ভোটের প্রচারে গিয়ে সরকারি অতিথিশালাতেই থাকতেন; সেটাই ছিল দস্তুর। কিন্তু শেষণ তা বন্ধ করে দেন। এছাড়াও তিনি অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে রাজনৈতিক দলগুলি বেশ বেকায়দায় পড়ে। ফলে তাঁকে বড় মাপের নেতার কাছ থেকে 'পাগল' আখ্যা পেতে হয়। কিন্তু দেশে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র চালু করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে যান। তবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শেষণ পরে রাজনীতিতে আসার চেষ্টা করে বিফল হয়ে যে-জায়গাটা দেশবাসীর মনে আগে তৈরি করে নিয়েছিলেন, সেটা হারান। যেমন ঠিক তাঁর উত্তসূরি মনোহর সিং গিল দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থাকার পর রাজনীতিতে আসেন, কংগ্রেসের হয়ে রাজ্যসভার সদস্য হন এবং কেন্দ্রে মন্ত্রী হন। ঠিক একরকম না হলেও দেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেলা (অবঃ) ড. ভি. কে. সিং যোগ দেন 'ভারতীয় জনতা পার্টি'তে, মন্ত্রীও হন তিনি। জানি না, এই ধরনের সর্বোচ্চ পদে থাকার পর প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতিতে যোগ দিলে জনমানসে কী প্রতিক্রিয়া হয়। আসলে, অবসরের পর সরকারি আধিকারিক সাধারণ নাগিরিকের সব অধিকার ভোগ করেন, যার মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারও পড়ে---সেটা যেমন ঠিক, তেমনই যেহেতু এঁরা প্রশাসন বা বাহিনীর কোনও না কোনও বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন কোনও এক সময়ে, তাই ওই সময়ে সেইসব প্রতিষ্ঠানের এবং তাঁদের নেওয়া সিদ্ধান্তের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। এই ধরনের বিষয় এখন চালু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পদমর্যাদা ও প্রাতিষ্ঠানিক গরিমার দিক থেকে এটা কতটা নৈতিকভাবে ঠিক---তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা প্রাসঙ্গিক যে, নির্বাচন কমিশন ও কমিশনের আধিকারিক এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকের নিযুক্ত সর্বভারতীয় ও রাজ্যের প্রশাসনিক সার্ভিস থেকে হয় এবং নির্বাচনী দপ্তরে তাঁদরে কাজের মেয়াদ শেষ করে আবার ফিরে যেতে হয় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পদে। তাই তাঁদের কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব? বিশেষ করে যখন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা সরকারি দলের বা সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। তাঁদের মনে হতেই পারে, এঁদের চটালে আর এঁরা তাঁদের কোনও ভাল পদ দেবে না। থাবা, এই সময় যখন সরকারি দল এবং সরকার ওই আধিকারিকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল---সেই সময় তাঁদের একটু দেখলে, তাঁরাও পরে আধিকারিকদের নিশ্চয়ই দেখবেন। জনমানসে কিন্তু এরকম একটা সংশয় আছেই এ নিয়ে। তাই সারা দেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সার্ভিস হলে কি ভাল হবে না? তাঁরা শুধু নির্বাচন পরিচালনায় সারা দেশে উচ্চপদগুলিতে থাকবেন। সেক্ষেত্রে সরকারের মনোনয়নের অবকাশ আর থাকবে না।

যাই, হোক, তাত্ত্বিক কথা ছেড়ে অভিজ্ঞতার কথায় ফিরে আসি। প্রচারপর্বের কথা আগেই বলেছি। তবে নির্বাচনী জনসভায় দেওয়া বিভিন্ন নেতার প্রতিশ্রুতি---যা কখনওই বাস্তবায়িত হয়নি, সেই নেতা বা দল জেতার পরেও নয়—সেই তালিকাটি ছোট নয়। যেমন—কেউ নির্বাচনী জনসভায় বলেছিলেন, 'আমি যদি কংগ্রেসে যোগ দিই তাহলে আমার নামে কুকুর পুষবেন'; বা একটা চাবি জনসভায় দেখিয়ে বলেছিলেন---জিতলে তংার কেন্দ্রে সমস্ত বন্ধ কলকারাখানা খুলে দেবেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন আর জিতেওছিলেন---বাকিগুলো অবশ্যই হয়নি। ঠিক সেইরকম নির্বাচনী ইস্তাহারে অনেক প্রতিশ্রুতিই থাকে, কিন্তু পাঁচ বছর সরকার চালানোর পর কে-ই বা দেখে যে ভোটের আগে নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা পালিত হল।

দিনকাল যত এগিয়েছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াও তত পাল্টেছে। আগে ছিল ব্যালট পেপার। ফলে ভোটগণমা হত দীর্ঘক্ষণ ধরে। একটি লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট একের পর এক গোনা হত। তারপর ফল ঘোষণা এবং কত বড় গণনার ঘর তার ওপর নির্ভর করত কতগুলো টেবিল হবে এবং টেবিলের সংখ্যা ওপর নির্ভর করত ক'টা রাউন্ড হবে এবং কতক্ষণে ভোটগণনা শেষ হবে তারপর তো শেষণ সাহেব নিয়ম করলেন—কোনও পাড়া বা বুথের ভোটের ধারা যেন বুঝতে না পারা। যায়, তাই সমস্ত ব্যালটপত্র মেশানো হবে। গণনাকেন্দ্রে এসে গেল বড় বড় ড্রাম। বেশ কিছু ভোটপত্র তাতে ফেলে একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে নাড়িয়ে মাংস কষার মতো করে মেশানো হত। এতে দেরি হত আরও বেশি।

দূরদর্শনে নির্বাচনী ফল ঘোষণার ব্যাপারটা সবসময়েই ছিল বেশ জমাটি। প্রথমদিকে স্টুডেওতে তৈরি হত ট্যালি বোর্ড। তাতে থাকত কোন দল কত আসন পেল। নিউজরুমও তার টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র সহ অস্থায়ীভাবে সরে যেত স্টুডিওর কাছে। নিজরুমেও বসত ক্যামেরা—সেখান থেকে কখনও কখনও সরাসরি ফলাফল জানানোর জন্য স্টুডিওতে বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করতেন আর সারারাত ধরে চলত জনপ্রিয় সব সিনেমা। কী টানটান উত্তেজনা! সঙ্গে বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা গণনাকেন্দ্রে চিত্র। জয়ী, বিজিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার।

টেলিভিশন মানে আটের দশকের শেষ পর্যন্ত প্রায় একাই 'দূরদর্শন'। ফলে সকলের চোখ দূরদর্শনের দিকে। এই সময় 'সংবাদ বিভাগ' বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা বিশেষত 'প্রোগ্রাম বিভাগ', মানে, যাঁরা অনুষ্ঠান তৈরি করেন তাঁরা সবাই হাত মেলাতেন সংবাদকর্মীদের সঙ্গে। সে এক হইহই ব্যাপার, রাইটার্সের রোটান্ডা থেকে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ। আরও কত কী! কয়েকটি দল চলে যেত উত্তরবঙ্গ, সেখান থেকে বা বহরমপুর থেকে মাইক্রোওয়েভে ছবি পাঠানো হত। তখনকার প্রযুক্তি ছিল ওইরকমই। তবে যেহেতু দূরদর্শন চিল একমাত্র, তাই সবাই চোখ রাখত তাতে।

১৯৮৯ -এর নির্বাচন থেকে একটা যুগান্তকারী পরিবর্ত ঘটে। নির্ধারিত গণনাকেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। তার জন্য ছিল ব্যাপক প্রস্তুতি। কলকাতার নেতাজি উন্ডোর স্টেডিয়ামের ছাদে বসানে হাত মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার; সরাসরি সেখান তেকে দূরদর্শনে ছবি পাঠানো যেত না। ফলে মাঝে টাটা সেন্টারের ছাদে রিপিটার বসানেত হত। ক্যামেরা বসানো হত নেতাজি ইন্ডোরের গ্যালারিতেও যাতে পুরো গণনাকেন্দ্রে একটা 'বার্ডস আই ভিউ' পাওয়া যায়। আর ক্যামেরা বসত পিছন দিকে বাইরের র‍্যাম্পে। চলে যেত ও বি ভ্যান, দূরদর্শন কেন্দ্রে সঙ্গে বসত টেম্পোরারি টেলিফোন। নেতাজি ইন্ডোরের গণনাকেন্দ্রগুল এবং পাশের রঞ্জি স্টেডিয়ামের গণনাকেন্দ্রগুলি থেকে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি ঘণ্টায় দূরদর্শনের বিশেষ নির্বাচনি সংবাদে দেওয়া হত। অধীর আগ্রহে মানুষ সেই প্রথম গণনার ছবি দেখতে আর গণনাকেন্দ্র থেকে---কে এগিয়ে কে পেছিয়ে—তার টাটকা খবর পেত। অনেক নেতা আসতেন স্টেডিয়ামের র‍্যাম্পে তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য। জ্যোতি বসু, বিমান বসু, অজিত পাঁজা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক নেতাই এসেছেন সেখানে। সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে তাঁদের বক্তব্য সন্ধের প্রধান খবরে। জয়ী প্রার্থীদেরও আনা হত সেখানে। অনেক মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও এসেছেন সেখানে। সারাদিন চলতে থাকত নির্বাচনী বিশ্লেষণ। সেখানেও সম্প্রচারিত হত সরাসরি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সর্বশেষ ফলাফল। এটা সত্যিই ব্যাপক আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় ছিল।

তারপর আস্তে আস্তে অনেক বেসরকারি টিভি চ্যানেল আসে। আসে বৈদুতিন ভোটযন্ত্র। গণনা শেষ হয়ে যায় দ্রুত। সেই দু'দিন ধরে ভোট গোনা বন্ধ হয়ে যায়। গণনাকেন্দ্রে গুরুত্ব কমে। গণনাকেন্দ্রে ঢোক-বেরনোর ওপর অনেক নিয়ন্ত্রণ আসে। আগে দু'দিন ব্যাপী উৎসবের মতো ভোটগণনা শেষ হত। গুরুত্ব বাড়ে নেতাদের বক্তব্যের। সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয় দলীয় দপ্তর বা নেতানেত্রীর বাড়ি থেক। প্রযুক্তি যায় বদলে। মাইক্রোওয়েভ সংযোগ পদ্ধতিব বদলে আসে উপগ্রহ সংযোগ ব্যবস্থা। ভ্রাম্যমান ডিএস এনজি ভ্যানের মাধ্যমে বা অস্থায়ী বাক্সবন্দি ডিএসএনজি-র মাধ্যমে। আরেকটা জিনিসের বদল হয় তা বল—টেলিভিশনের পর্দার অনস্ক্রিন লুক। ওপরে কিছু কথা, নীচের দিকে একাধিক স্তরের কখনও ব্রেকিং নিউজ বা বক্তার নাম; ওপরে সর্বভারতীয় ট্যালি; এক পাশে রাজ্যের ট্যালি, জেতা-হারা প্রার্থীদের ছবি ও প্রাপ্ত ভোট সরাসরি বিভিন্ন স্তান থেকে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার, সেখানেকার হাল-হকিকত—সবই থাকে পর্দায়। মানে শুধু স্টুডিও নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে সরাসরি সম্প্রচারে আর দ্রুত ফলাফল, সঙ্গে সারাদিন ব্যাপী বিশ্লেষণ। জয়ী-বিজিত প্রতিক্রিয়া, ফোনে যোগাযোগ—সবই চলে। প্রতিযোগিতাও এখন তীব্র। ওইদিন বিজ্ঞাপনও আসে প্রচুর। এইদিনের জন্য কিন্তু অন্য কোনও মাধ্যম নয়, সবাই চোখ রাখে টিভির পর্দার আর তাই সকলের থাকে আরও ভাল করার প্রায়াস।

কত কী পাল্টেই---আরও কত পাল্টাবে তবে থাকবে গণতন্ত্রে এই রাজসুয় যজ্ঞ।

(সৌজন্যে প্রতিনিদ)

শপথ নেওয়ায় বিএনপি'র এমপি জাহিদকে অভিনন্দন আওয়ামীলীগের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। দলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে এমপি হিসেবে শপথ নিয়ে জাহিদুর রহমান জাহিদ বিএনপি নেতাদের কাছে তিরস্কৃত হলেও অভিনন্দন পেয়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছ থেকে।

একাদশ সংসদে বিএনপির প্রথম সংসদ সদস্য হিসেবে জাহিদ বৃহস্পতিবার শপথ নেওয়ার পর তাকে অভিনন্দন জানান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ।

বিরোধী দলের এমপির শপথ নেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, আমরা বারবার বলে আসছি, ভোটারদের দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আপনারা শপথ গ্রহণ করুন। জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে সংসদে আসার জন্য, সেই দায়বদ্ধতা থেকে শপথ নেওয়া উচিৎ।আজকে বিএনপির সাংসদ জাহিদুর রহমান জাহিদ শপথ নিয়েছেন, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।হানিফ বলেন, আমরা আশা করি, বাকিরাও খুব শিগগিরই শপথ নেবেন।

এদিকে,দলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে শপথ নেওয়ায় জাহিদকে গণদুষমন বলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের জাহিদের মতো বিএনপি থেকে আরও পাঁচজন এবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর মধ্যে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও রয়েছেন।

ভোট ডাকাতির অভিযোগ তুলে পুননির্বাচনের দাবি তোলা বিএনপি তাদের দল থেকে নির্বাচিতদের এমপি হিসেবে শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।তাদের জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টেরও একই সিদ্ধান্ত। কিন্তু জোটের শীর্ষনেতা কামাল হোসেনের দল গণফোরাম থেকে নির্বাচিত দুজন সুলতান মো. মনসুর আহমেদ ও মোকাব্বির খানও শপথ নিয়েছেন।

গত ২৯ জানুয়ারি একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে বলে তার ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল পেরিয়ে গেলে শপথ না নেওয়া ব্যক্তিদের আসন শূন্য হয়ে যাবে।

ডিএনএফ নামে বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক জোটের আতপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধ, ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। বাংলাদেশে আরও একটি রাজনৈতিক জোট আতপ্রকাশ করেছে। নয়টি দলের সমন্বয়ে গঠিত নতুন এ রাজনৈতিক জোটের নাম ডেমোক্রেটিক ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (ডিএনএফ)।

বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা পাঠের মাধ্যমে ডিএনফের কার্যক্রম শুরু হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ডিএনএফের চেয়ারম্যান বাবুল সরকার চাখারি বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপরও আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে, য়ার মধ্যে অন্যতম সন্ত্রাস, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ, মাদক, বেকার সমস্যা। এসব সমস্যা সরকারের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব না। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল-মতকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, তাই দেশের উন্নয়নের সহযোগি হতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সংগঠনটির মহাসচিব হিসেবে আছেন মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিস, মুখপাত্র এআরএম জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এছাড়া জোটের সব শরিক দল প্রধানরা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হবেন।

অজয় নদ ছিল মেগাস্থিনিসের আমিস্থিয় নদী

আবু তাহের

'অজয় নদে ডেকেছে, ঘরবাড়ি সব তলিয়ে গেছে'—কবিগুরুর এই সহজ একটি লাইনের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশের এক নদীর ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নদীর বুকে ডেকে ওঠা বানের জলের আওয়াজ গ্রাম বাংলার চাষিদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। কিন্তু সেই জলে থৈথৈ অজয় নদ যে কখন কালের নিয়মে শুকিয়ে গিয়েছে। অজয়ের বুকে যেমন একসময় জন্ম নিয়েছিলেন কত রত্নগর্ভা পুরুষ তারাও আজ কালের নিয়মে আমাদের কাছে বিস্মৃত প্রায় হতে চলেছেন। গত রা মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সাল অর্থাৎ রবীন্দ্র পরবর্তী বা সমসাময়িক একজন মনীষী। যিনি গর্ব করে বলতেন বাড়ি আমার ভাঙনধরা অজয় নদীর বুকে জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে থাকে। তিনি পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক।

নূতনহাট বাজার থেকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে দিকে সামনের দিকে এঁকেবেঁকে। এই রাস্তাটা আপতভাবে নির্জন, এখানে এখনও শহুরে প্রকৃতির লোলুপ ছায়া পড়েন। তাই পরিবেশ কিছুটা নিরিবিলি এবং শান্তসমাহিত। লোকজনের ভিড়ভাট্টা এবং চেঁচামেচি কম। কবি যেন এমন নির্ঝনতা পছন্দ করতেন। কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় গাছগাছালি ঘেরা ছায়ামাখা একটি নির্জন জায়গা। টিক যেন উপাসন গৃহের ভেতরের নৈঃশব্দের সঙ্গে তুলনা চলে। গির্জার ভেতর যেমন থাকে একটা শান্তসমাহিত পরিবেশ।কবি—লেখক—মনীষীদের জন্মভূমিকে তাই —ই মনে হয়। তারা আসেন যুগের আবহাওয়ায় চলা যুগোত্তীর্ণ মানুষ হিসেবে। সাধারণের মধ্যে থেকেও তাঁরা অসাধারণ। তাঁদের ধ্যান---জ্ঞান আর দৈব—চোখে যে জিনিস তাঁরা দেখে যান এবং ভাবীকালের সামনে দৃষ্টান্তরেখে যান তাতে তাদের জন্মস্থান কোনো মসজিদ—মন্দির—গির্জার থেকে কম পবিত্র কোনো জায়গা নয়। এই বাগান ঘেরা ছোট্ট নির্জন জায়গাটাতে কবির জন্ম হয় সালের রা মার্চ। বর্ধমানের কোগ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গম স্থলের ঘাট থেকে লক্ষ্মীপতি,ধনপতি, শ্রীমন্ত এবং অনেক বণিকই তাদের বাড়িজ্যতরী ভাসাত। বৈষ্ণব কবি সাধক লোচন দাস এখানে দীর্ঘদিন সাধন ভজনে কাটিয়েছেন। তাঁর সমাধিও এখানেই। এই গ্রামের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া কবির অন্তরে একান্তবিশ্বাস ও ভক্তির উৎস হিসেবে রসদ জুগিয়েছে। কবির পিতা পূর্ণচন্দ্র ছিলেন তেজস্বী অথচ সরল প্রকৃতির মানুষ। দূর্বলতা পছন্দ করতেন না। মাতা সুরেশ কুমারী দেবীর প্রতি কবির অগাধ ভালোবাসাও অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল। কবির শিশুমন গড়ে উঠেছিল রামায়ন এবং মহাভারতের উপাখ্যানে, ভক্তিমালের গল্পে, যাত্রা—কথকতা, চণ্ডীর পালা আর রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে। মাতুলালয়ে দিদিমা এবং মাসিমাদের অপরিসীম স্নেহ, আদর আর ভালাবাসায় তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানা যায়—তিনি পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় চলে আসেন। রিপন কলেজ থেকে এফএ এবং সিটি কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। পারিবারিক জীবনে কবি খুব সুখী ছিলেন। মোটা কাপড় পরেও তাঁর মুখের কোনোদিন বিকৃতি কিংবা মনের কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায় নি। সারস্বত সাধানায় ব্রত সমস্ত কবি সাহিত্যিক এবং লেখকরা ছিলেন তাঁর পরম স্নেহ, আদর আর ভালোবাশার পাত্র। এদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মুজমদার,করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মাথরুন স্কুলে তিনি শুধু প্রধান শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম স্নেহশীল পিতৃতুল্য একজন অভিভাবকও। ছোটবেলায় শোনা অলৌকিক কাহিনী কুমুদ রঞ্জনের ঈশ্বর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল। তাই সারাজীবন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কবির জীবনে উজানি আর মাথরুন নামের দুটি গ্রাম চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। কারণ চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি এই গ্রামেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে থাকলেও পৃথিবীর নানাপ্রান্তে খবর রাখতেন তিনি শহর জীবনকে তিনি বনবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যোর কী পরিহাস! শেষ জীবনে তিনি তাঁর মধ্যপুত্র, ডাক্তার সরিত্নাথের বানিতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর কবিতায় সহজ সরল পল্লীরূপের বর্ণনা আপামর বাঙালি পাঠকদের হৃদয় খুব সহজেই জয় করে নেয় তিনি গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা, আন্তিরকতাকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। তাঁর লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে 'ছুটি' 'হয়তো', 'শেষদান', 'আমাদের সঙ্গী' বেশ নামকরা। এ ছাড়াও নূপুর, উজানী, বনতুলসির মতো কাব্যগ্রন্থও বাঙালিদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। 'দ্বারাবতী' নাটকও তার রচনা। তার কবিতাগুলো দিয়ে পরবর্তীকালে একটি কালজয়ী গানের অ্যালবামও বানানো হয় 'কুমুদ কাব্যগীতি' নাম। অনেক সম্মান ভূষিত করা হয় তাঁকে, তাঁর মধ্যে 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' এবং স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উল্লেখযোগ্য।

মুঙ্গেরের একটি ছোট পাহাড় থেকে জন্ম নিয়ে কবির বানির পাশে দিয়ে বয়ে গেছে অজয় নদ। যেন 'ছলৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল, বাড়ির কাথে গল্প বলে নদীর জল'। নদীর জল তখন অবশ্য গল্প বলত না। বিশেষ। তার রূপ ছিল বিধ্বংসী। তার জলের তোড় ছিল জীবন মরণের লড়াইয়ের চেয়েও কঠিন। তার বিভীষিকাময় রূপের সামনে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন মুগ্ধ---বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকতেন কবি তেমনি তার দুঃখের করুণ কাহিনীও বুলে যেতেন না। আজন্ম পরিচিত কবির কাছে এই নদী তাই অপরাজেয় , অজয়। তাই তো তার সঙ্গে কবির এত ভাব ভালোবাসা, নিভৃতচারণ। এই অজয় নদী বঙ্গে প্রবেশ করে চিত্তরঞ্জনের কাছে শিমজুরিতে ভবিষ্যতের এক দামাল ছেলেকে নিজ প্রবাহে এনে ফেলেছে। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামের সেই দামাল ছেলেটি যে সেই বিদ্যাপীঠে এসে পড়বে কে জানত যেখানে স্বয়ং কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষকের। কোলে পিঠে করে একপ্রকার মানুষ করেছেন তিনি সেই অবাধ্য একগুঁয়ে, একজেদি ছেলেটিকে। মাথরুন নবীনচন্দ্র বিদ্যাপীঠের এই গুণী প্রধান শিক্ষক ভাব---ভালোবাসা আর যত্ন সহকারে মানুষ হতে সাহায্য করেছিলেন সেই ভবিষ্যতের কবিকে। যার নাম বাংলা সাহিত্যে মর্যাদার সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ টাকুরের পর পরেই উচ্চারণ করা হয়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে উন্নয়ন-অগ্রগতির অন্তরায় এবং একটি বৈশ্বিক সমস্যা আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কে কোথায় সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদি কর্মকান্ডের সঙ্গে লিপ্ত সেটা শুধু গোয়েন্দা সংস্থাই নয়, আমাদের দেশবাসীকেও সতর্ক থাকতে হবে এবং এদের খুঁজে বের করে সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে জানাতে হবে।কারণ, আমরা দেশে শান্তি চাই। শান্তিই দিতে পারে উন্নতি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ হলেই দেশ এগিয়ে যাবে, যোগ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা আজ বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-রাজশাহী রুটে প্রথম বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন বনলতা এক্সপ্রেসের উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর জ্যেষ্ঠ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি'র নাতি ছোট্ট শিশু জায়ান চৌধুরীর কলস্বোয় বোমা হামলায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, কয়েকদিন আগে ২১ তারিখে শ্রীলংকায় যে ঘটনা ঘটলো তাতে আমরা বাংলাদেশের কয়েকজনকে হারিয়েছি। সবথেকে দুর্ভাগ্য অনেকগুলো শিশু সেখানে মারা যায়। যেখানে আমাদের বাংলাদেশের শিশু জায়ানকে হারাতে হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশেও এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর অনেক চেষ্টা চলছে। তবে, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে যাচ্ছে।

এসময় ১৫ আগস্টের কালরাতের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে সময় বিদেশে থাকায় আমরা দু'বোন প্রাণে বেঁচে গেলেও সেদিন বঙ্গবন্ধু পরিবারের আর কেউ বাঁচেনি। শেখ ফজলুল হক মনির ছোট ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিমের মেয়ের প্রথম সন্তান এই জায়ান। তাঁকে এভাবে আজকে জীবন দিতে হলো। আমরা চাই না এ ধরনের কোন শিশুর মৃত্যু।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যেহেতু ৮ বছরের শিশু জায়ান চৌধুরীকে আমরা হারিয়েছি। আমি জানি না যারা এ ধরনের হত্যাকান্ড চালায় তারা কি পায়, কি লাভ তাদের হয়? মানুষের ঘৃণা এবং অভিশাপ ছাড়া আর কিছু তারা পায় না।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ চালায় তারা এই পবিত্র ধর্মকে কলুষিত করছে। বিশ্বব্যাপী এই পবিত্র ধর্মের বদনাম করছে। তারা আসলে ইসলাম ধর্মের প্রচন্ড ক্ষতি করে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, যে ধর্ম সবথেকে মানবতার ধর্ম, সবথেকে শান্তির ধর্ম- সেই ধর্মের নামে তারা জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে। কাজেই এ ধরনের কাজে যারা সম্পৃক্ত-তাদেরকে বিরত থাকতে হবে।সে কারণে আমি সব অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, বাংলাদেশের জনগণ এবং মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন বা ধর্মীয় শিক্ষাগুরু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা প্রত্যেককে আমি বলবো, যার যার আওতায় যে সমস্ত শিশু, কিশোর, যুবক-যারা রয়েছেন বা ছাত্ররা যারা রয়েছেন বা শিক্ষকরা রয়েছেন বা সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এ ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে সবাইকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

গত রোববার শ্রীলঙ্কায় গির্জা, অভিজাত হোটেল ও কলম্বোর পার্শবর্তী এলাকায় ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৫৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এসময় গণভবন প্রান্তের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে রেল পথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোফাজ্জল হোসেন নতুন চালুকৃত বনলতা এক্সপ্রেসসহ সমগ্র রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতির উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

রাজশাহী রেলস্টেশন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী হুইসেল বাজিয়ে এবং সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্রেনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জুম্মার খুৎবায় সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে তরুণ এবং যুব সমাজকে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের প্রতি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী শুক্রবার দিন প্রতিটি মসজিদে শ্রীলংকার এই বোমা হামলা এবং জায়ান চৌধুরীর নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং এর আগে নিউজিল্যান্ডের দু'টি মসজিদে গুলি চালিয়ে মুসলমানদের হত্যার ঘটনায় আপনারা দোয়া কামনা করবেন।

তিনি বলেন, ইমাম-মুয়াজ্জিন যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা দয়া করে জঙ্গিবাদ যে ইসলাম ধর্মের জন্য ক্ষতিকারক তা জনগণকে বোঝাবেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেখানে আমাদের নবী করিম (সা:) সবসময় শান্তির কথা বলে গেছেন, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও শেষ বিচারের দায়িত্ব কিন্তু মানুষকে দেন নাই। সেটি আল্লাহর হাতে। আমরা যারা কোরআন শরিফ পড়ি, যেখানে বার বার প্রায় প্রতিটি সুরাতেই আমরা তা পাই যে, বিচার করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাহলে এই ধর্মের নামে মানুষ খুন করা কেন? যারা বিপথে চলে গেছে এর থেকে তারা যেন বিরত হয়।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সারাদেশে প্রত্যেক মসজিদে জুম্মার নামাজের খুৎবায় জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সে কথাটা ভালভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় এলে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৫শ' জায়গায় একই দিনে বোমা হামলা থেকে শুরু করে গ্রেনেড হামলা, মানুষ খুন করা, আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন, জেল, জুলুম, অত্যাচার ছাড়া আর কিছু তারা করেনি।তিনি বলেন, ঐ রাজশাহী বিভাগটাই সেই বাংলাভাই এবং জঙ্গিবাদের আখড়া ছিল এবং সব থেকে দুর্ভাগ্য তখনকার বিএনপি-জামায়াত সরকার এদেরকে মদদ দিতো। প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা পুলিশের পাহাড়ায় মিছিল করতো।

তিনি বলেন, এই দেশকে তারা সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের দেশে পরিণত করেছিল। যার প্রভাব এখনও আমরা দেখি।তিনি এ সময় বিএনপি-জামায়াতের অন্দোলনের নামে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যারও কঠোর সমালোচনা করে বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা দেখেছি অগ্নিসন্ত্রাস, এই বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনের নামে আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়েছে। আমরা রেলের নতুন নতুন বগি কিনেছি আর তারা সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। বিআরটিসি বাস কিনেছি সেগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া প্রাইভেট গাড়ি, বাস, ট্রাক, লঞ্চ এমন কিছু নেই যা তাদের অগ্নি সন্ত্রাসের কবলে ধ্বংস না হয়েছে।

সে সময় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রী, স্ত্রীর চোখের সামনে সন্তান ও স্বামী, বাবা-মায়ের চোখের সামনে সন্তান এমনকি সন্তানের চোখের সামনে মা-বাবাকে পুড়ে যেতে তাঁরা দেখেছে। কিন্তু আমরা চাইনা এ ধরনের ঘটনা আর বাংলাদেশে ঘটুক।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় তাঁর সরকার দেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন করে যাচ্ছে উল্লেখ করে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দেশে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান।তিনি বলেন, স্বল্প খরচে আরাম দায়ক ভ্রমন একমাত্র রেলই দিতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে রেল সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেওয়ার পথেই বিএনপি যাচ্ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, অথচ প্রায় ৫৪ হাজারের কিছু বেশি বর্গমাইলের এই বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের মানুষের দ্রুত যোগাযোগের জন্য রেল একটি অবিকল্প মাধ্যম।

তাঁর সরকার ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই জনপদে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেল যোগাযোগ পুনরায় চালু এবং নতুন নতুন রেল সংযোগ এবং রেলপথ গড়ে তুলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুতে রেল সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর বিশ্ব ব্যাংক এখন যমুনা নদীর ওপর পৃথক একটি রেল সেতু নির্মাণেরও প্রস্তাব দিয়েছে।এতদিন পড়ে তারা বুঝলো এটার প্রয়োজন যে কতবেশি এবং এটা কত যে লাভজনক, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, দেশটা আমাদের কাজেই আমরা যতটা দেশের ভাল বুঝবো বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এসে সেটা বুঝবে না। এটাই হলো বাস্তবতা।

প্রধানমন্ত্রী পরে পৃথক এক ভিডিও কনফারেন্সে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন।

বকেয়া মেটানোর দাবিতে বাসন্তী হাসপাতালে বিক্ষোভ অ্যাম্বুলেন্স চালকদের

বাসন্তী, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : দীর্ঘ পাঁচমাসের বেশী সময় ধরে তাদের 'নিশ্চয়যান' নামক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার বিল পাচ্ছেন না দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী ব্লকের বারোটি অ্যাম্বুলেন্সর মালিকগণ। বকেয়া বাড়তে বাড়তে এতটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স চালকদের পক্ষে আর এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তারা। আর সেই কারণেই তাদের বকেয়া মেটানোর দাবীতে বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান অ্যাম্বুলেন্স চালক ও মালিকরা। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বাসন্তী থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বেশী সময় ধরে বাসন্তী ব্লকের বারোটি অ্যাম্বুলেন্স 'নিশ্চয়যান' প্রকল্পের কোন বিলের পেমেন্ট পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বকেয়া জমতে জমতে এক একটি অ্যাম্বুলেন্সের প্রায় দু'লক্ষ টাকার বেশী পাওনা হয়ে গিয়েছে এই হাসপাতাল কতৃপক্ষের কাছে। সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো লক্ষের বেশী টাকা এই অ্যাম্বুলেন্স চালকরা হাসপাতালে কতৃপক্ষের কাছে পাবেন বলে দাবি করেছেন তারা। এতো বিপুল অঙ্কের টাকা বাকী পড়ে থাকায় তাদের পক্ষে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে জানিয়ে বারে বারে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল কতৃপক্ষকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ অ্যাম্বুলেন্স মালিকদের। উপরন্তু তাদের টাকা না মিটিয়ে বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনে বৃহস্পতিবার সাধারণ রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করছে হাসপাতাল কতৃপক্ষ। সেই কারণে এদিন সকালে হাসপাতাল চত্বরে বকেয়া মেটানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখান অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। এই বিক্ষোভের জেরে হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিস্থিতি সাময়িক নষ্ট হয়। রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পেতেও সমস্যা হয় সাময়িকভাবে। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বাসন্তী থানার পুলিশ হাসপাতালে এসে উভয়পক্ষের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এই বিষয়ে বাসন্তীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য সৈকত বেরা বলেন, " এটা ঠিক যে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা তাদের নিশ্চয়যান প্রকল্পের টাকা দীর্ঘদিন পাননি। কারন তাদের চুক্তিপত্র নবীকরণ করা হয়নি। আগের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এই চুক্তিপত্র নবীকরণ না করার ফলেই অ্যাম্বুলেন্সের বিল আটকে রয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উর্ধতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"। বিএমওএইচ আরও অভিযোগ করেন, এদিন সকালে এই হাসপাতাল থেকে রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সময় বাসন্তী হাসপাতালে নথিভুক্ত বারোটি অ্যাম্বুলেন্স কেউই হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স এনে রোগীকে স্থানান্তর করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের মত জরুরি পরিষেবা বিনা নোটিশে বন্ধ রাখায় অ্যাম্বুলেন্স চালকদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে অ্যাম্বুলেন্স চালক সুভাষ রায়, সৌমেন মণ্ডল, আব্দুল মালেক পিয়াদারা জানান, " দিনের পর দিন বকেয়া টাকা না পাওয়ায় গাড়ির জ্বালানী কিনতে ও সমস্যা হচ্ছে। বাইরে থেকে সুদে টাকা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের জ্বালানী কিনতে হচ্ছে। বারে বারে বকেয়া চেয়ে ও কোন লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছি"। এদিন কয়েক ঘন্টার অবস্থান বিক্ষোভ করলেও রুগীদের পরিষেবা বন্ধ করা হয়নি বলেই দাবী করেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। ইতিমধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ উর্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রনীল সরকার। তিনি বলেন, "অ্যাম্বুলেন্স চালকদের চুক্তিপত্র নবীকরণ সংক্রান্ত কারণেই তাদের বিল আটকে রয়েছে। বিষয়টি উর্ধতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে যাতে দ্রুত সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে"।

অজয় নায়েকে অপসারণের দাবি করল তৃণমূল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স) : জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েকের বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক অজয় নায়েকের অপসারণের দাবিতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

অজয় নায়েকের বিরুদ্ধে আগেও সরব হয়েছে তৃণমূল। রিপ্রেসেন্টশন অফ পিপলস অ্যাক্টের,১৯৫১ ২০বি ধারার আওতায় কেবলমাত্র সরকারি কর্মরত অফিসারদের মধ্যে থেকেই পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করতে পারে নির্বাচনী অফিসার। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনের মতে নায়েক ইতিমধ্যেই অবসর গ্রহণ করেছেন ও সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা উল্লিখিত আইনের আওতায় পড়ে না। পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা এড়াতেই কেবলমাত্র কর্মরত অফিসারদেরই পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে এই দায়িত্ব দেওয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক স্বার্থও থাকতে পারে, এমনই মত দলের। বীরভূমে সাংবাদিকদের তিনি বিজেপির প্রতি তাঁর সুনজরের বিষয়টিও ব্যক্ত করেছিলেন ও এই বিষয়টিও কমিশনকে জানান হয়েছে,বলে বৃহস্পতিবার দুপুরে টুইট করে জানিয়েছেন ডেরেক। একই সঙ্গে একাধিক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপব্যবহার করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অজয় নায়েকের সরানো হোক বা পুনর্বিবেচনা করা হোক, নির্বাচন কমিশনের কাছে এমনটাই দাবি করেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

কানে হেডফোন রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

সোনারপুর, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : কানে হেডফোন লাগিয়ে রেল লাইন পেরোনোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম তন্ময় বিশ্বাস (৩০), বাড়ি দমদমের ঘুঘুডাঙা এলাকায়। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন শহরতলির গড়িয়া ষ্টেশন এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাত আটটা পনের মিনিট নাগাদ ওই যুবক কানে হেডফোন গুঁজে গড়িয়া ষ্টেশনের কাছে রেললাইন পেরোচ্ছিলেন। সেই সময় শিয়ালদহের দিক থেকে সোনারপুরের দিকে যাচ্ছিল ডাউন ডায়মন্ড হারবার লোকাল। ট্রেনের ধাক্কায় পাশের লাইনে ছিটকে পড়েন তন্ময়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

যাদবপুর জি আর পি সূত্রে খবর, তন্ময় গড়িয়া স্টেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে শাড়ি ফেরি করেন। এদিন রাতে তেরটি শাড়ি, বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে ডাউন লাইন পেরিয়ে আপে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল।

তন্ময়ের বিয়ের জন্য সম্বন্ধ করেছিলেন পরিবারের লোকেরা। বৃহস্পতিবার তন্ময় নিজে সেই পাত্রী দেখে পাকা কথা দিতেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। তার আগেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বছর তিরিশের ওই যুবকের। ঘটনায় তন্ময়ের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জি আর পি দেহটি তুলে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার

ছয়ের পাতায়

সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই কংগ্রেসের : নরেন্দ্র মোদী

বান্দা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দেশ নিয়ে চিন্তিত নয় কংগ্রেস, সপা-বসপা জোট। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বান্দায় নির্বাচনী জনসভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন বিপুল জনসমাগমকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সন্ত্রাস দমনে নিয়ে কোনও পরিকল্পনা কংগ্রেস, সপা-বসপার। দেশের জন্য চিন্তিত নয় এই রাজনৈতিক দলগুলি। এরা শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি নিয়ে চিন্তিত। তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণের পর বিরোধীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিরোধীরা এখন ইভিএম-কে দায়ী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। স্বাধীনতার আগে সেই সময়ের তরুণ প্রজন্ম স্বরাজ চাইত। কিন্তু ২০২২ সালের আগে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগে গোটা দেশের তরুণ প্রজন্ম চাইছে 'সুরজ সরকার' (ভাল প্রশাসনিক পরিষেবা)। পাশাপাশি বিরোধীদের বিভাজনের রাজনীতিকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে জাতপাতের রাজনীতির কোনও স্থান নেই। বিরোধীরা বাস্তব পরিস্থিতির সম্পর্কে অবগত নয়, তাই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নির্বাচনী এলাকার মানুষের চাপে শপথ নিয়েছি বিএনপির সাংসদ জাহিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। নির্বাচনী এলাকার মানুষের চাপে শপথ নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ঠাকুরগাঁও-৩ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান জাহিদ।

তিনি বলেন, এই শপথ দলের সিদ্ধান্তের বাইরেই। আমি দীর্ঘদিন তো অপেক্ষা করলাম। যেহেতু সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি, এলাকার মানুষের প্রচণ্ড চাপ। ঢাকায় পনের দিন ধরে আছি, এলাকার মানুষের একটাই বক্তব্য শপথ নিয়ে ফিরে আসেন। এ কারণেই আমি শপথ নিয়েছি।

বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের এ প্রতিক্রিয়া জানান জাহিদুর রহমান। শপথের বিষয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে কি না জানতে চাইলে জাহিদুর রহমান বলেন, না। আগে বলেছি, দেখাও করেছি। কোনো প্রকার সম্মতি দেয়নি। দল শপথ নেবে না, এখনো পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তই ফাইনাল। জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছেন। তাদের প্রত্যাশা আমি যেন শপথ গ্রহণ করে এলাকা ও দেশের সম্পর্কে ভূমিকা পালন করতে পারি।

ছয়ের পাতায়

আমেঠিতে দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত দুই

আমেঠি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত দুই। ঘটনায় একজন আহত হন। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের নাউডেড গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের নাউডেড গ্রামে দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়। একজন আহত হয়। মৃতদের নাম, অহম (৭) ও শামিম খান (২৮)।আহত ব্যক্তির নাম, সত্যম স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে গুরুতর আহত অবস্থায় সত্যমকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে লখনউতে একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অহম এবং সত্যম এরা সম্পর্কে কাকা ও ভাইপো। অহম উত্তরগাঁও গ্রামের বাসিন্দা, এবং শামিম গাদেরির বাসিন্দা।মৃত দুইজনের দেহ ময়না তদন্তে পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

লোকসভার মাঝেই প্রত্যাবর্তন মদন মিত্রের সিউড়ি মঞ্চ থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সিউড়ি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : দেশজুড়ে চলছে প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়ের লোকসভা নির্বাচন, আর সেই নির্বাচনের প্রচার মঞ্চ থেকেই মদন মিত্রের কামব্যাক সম্পর্কে নিশ্চিত বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভামঞ্চ থেকে বিধানসভা ভোটের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করলেন মদন মিত্রকে।

পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরছেন মদন মিত্র।

ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন মদন মিত্র। সিউড়িতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চে থেকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ভাটপাড়া বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন অর্জুন সিং। তিনি বিজেপিতে যাওয়ার পর বিজেপির তরফ থেকে তাঁকে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। লোকসভা ভোটের প্রার্থী হওয়ায় অর্জুন সিংকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। ভাটপাড়া বিধানসভার আসনটিতে তৈরি হয় শূন্য।আজ সেই শূন্য আসনটির জন্য উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করেন মমতা ব্যানার্জি।

এদিনের সভার শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী তিনটি জেলার বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী নাম ঘোষনা করেন। হবিবপুর তপশিলি উপজাতির কেন্দ্র তৃণমূলের প্রার্থী অমল কিস্কু, এছাড়াও ইসলামপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন আব্দুল করিম চৌধুরী, ভাটপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন মদন মিত্র, চতুর্থ আসনটি দার্জিলিঙে সেখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রার্থী হচ্ছেন বিনয় তামাং।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা তিনটি আসনে প্রার্থী নাম ঘোষনা করলাম। আর দার্জিলিং কেন্দ্রের গোর্খা জনমুক্তি

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার সমগ্র শিক্ষা অভিযানের উপর আয়োজিত হয় একদিবসীয় অনুষ্ঠান। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নিরামিষ খাবার কতটা পুষ্টিকর

সারা বিশ্বে বহু মানুষই এখন মাছ-মাংসের মতো আমিষ খাবার বর্জন করে নিরামিষ খাবারের দিকে ঝুকছেন। সুস্থ, সুন্দর, দীর্ঘজীবন লাভের জন্যই আসলে নিরামিষ খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এরা। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক, ইসকিমিয়া, হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত স্পন্দন ইত্যাদি মোকাবিলায় নিরামিষ আহারের বিকল্প নেই। ওবেসিটি, রক্তাল্পতা, ডায়াবেটিস, অস্টিওপোরোসিস— ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রেও নিরামিষ খাবার অনেক বেশি ফল দেয়। আরও দেখা গেছে, উদ্ভিজ্জ আহার ক্যান্সার প্রতিরোধক। নিরামিষ খাবারের গুণাগুণ নিয়ে এবার প্রচ্ছদ নিবন্ধ লিখছেন ..... সুকান্ত ঘোষ

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে একটি বিশাল অংহ নিরামিষাশী। প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদেও বলা রয়েছে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয়তা

নিরামিষ খাবার শরীর ও মনের পক্ষে ভালো। এমনকী আজকেও কোনও পুজা-পার্বণে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অমরা সকলেই নিরামিষ খাবারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমিষ বনাম নিরামিষের দ্বন্দ্বটা বাঙালি তথা ভারতীয়দের জীবনে বেশ পুরনো। কেউ কেউ নিজেকে ফিট অ্যান্ড ফাইন রাখতে পুরোপুরি নিরামিষাশী থাকতে চান। আবার কারও কাছে আমিষই শরীর ভালো রাখার একমাত্র উৎস। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। পুষ্টি বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে দুটোরই রয়েছে।

অমিষ বনাম নিরামিষ

আমাদের খাবারের আশি শতাংশ অ্যালকালাইন ও কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন দিন প্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম। বয়স, উচ্চতা, কর্মপদ্ধতি, লিঙ্গ, জীবনযাত্রা, আবহাওয়া অনুযায়ী এই প্রয়োজনীয়তা ওঠাপড়া হয়। তবে মূল ব্যাপারটা হল অ্যালকালাইন ফুড ৮০ শতাংশ ও অ্যাসিডিক ফুড ২০ শতাংশ খাদ্যতালিকায় এই ব্যালান্সটা মেনে চলা জরুরি। নিরামিষ খাবার আমাদের শরীরে তাড়াতাড়ি হজম হয়। আর ঝামেলা নেই। শাক-সব্জি সেদ্ধ করে, অল্প নুন-তেল দিয়েও খাওয়া যায়, বা আমরা স্যালাড বা স্যুপ হিসেবেও খাই। কিন্তু মাছ-মাংসের ক্ষেত্রে এরকমটা সম্ভব নয়। আমাদের সারাদিনের খাবারে যদি চার বেলাই নন ভেজ থাকে তাহলে ব্যাপারটা মাত্রাতিরিক্ত সমস্যা তৈরি করে। সারাদিনের ডায়েটে বাকি কুড়ি শতাংশ অ্যাসিডিক ফুড হওয়া উচিত। তবেই আমাদের শরীরের Ph ব্যালান্স ঠিক থাকবে। আর এই Ph ব্যালান্স ঠিক থাকলে সমগ্র বডিসিস্টেম ভালোভাবে অ্যালকাইন ফুড তার প্রধান উৎস হল উদ্ভিজ্জ উৎস, যেমন শাক-সবজি, ফল-মূল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি। আর অ্যাসিডিক ফুডের উৎস হল মাছ, মাংস, ডিম তথা প্রাণিজ উৎস ও নানা ধরনের গুরুপাকের খাবার। যেমন— ধরা যাক দুধের কথা। দুধ যখন শুধু খাওয়া হয় তখন তা অ্যালকালাইন ফুডের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যায়খন তা থেকে ক্ষীর, আইসক্রিম তৈরি হয়, তা আবার অ্যাসিডিক ফুড হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই বিশ্লেষণে বোঝা যায়, অ্যালকাইন ফুড পেতে হলে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত খাদ্য অনেকটা খাওয়া উচিত। যাঁরা আমিষ খান তাদের কখনওই বারণ করা হচ্ছে না। কিন্তু যেহেতু তার প্রয়োজনীয়তা আমাদের শরীরে ২০ শতাংশ তাই পরিমাণটা ।২০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নরেখে বাকি ৮০ শতাংহ আমাদের অ্যালকাইন ফুড দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া আমিষ খাবারে থাকে প্রথম শ্রেণির প্রোটিন, যার ক্ষুদ্রতম কণা অ্যামাইনো অ্যাসিড (এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড)। এটি আমাদের শরীরের নানা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং শাক সব্জির পাশাপাশি মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদিরও আমাদের শরীরে প্রয়োজন রয়েছে।

গুণাগুণ

উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত খাদ্যে থাকে প্রচুর কর্বোহাইড্রেট, যা আমাদের শরীরে দেয় প্রয়োজনীয় এনার্জি। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট দুটোই শরীরে প্রয়োজন। তবে পরিমাণগতভাবে প্রোটিনের থেকে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা বেশি। কারওর যদি বয়স ও উচ্চতা অনুসারে প্রতিদিন ৭০-৮০ গ্রাম প্রোটিন দরকার হয়, তাহলে তার আমিষ-নিরামিষ মিশিয়ে সমতা রাখতে হবে। নিরামিষ খাবারে শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। সবুজ সব্জি হলো ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ। আমরা যেসব রঙিন সব্জি খাই (যেমন লাল,হলুদ, ক্যাপসিকাম, পাকা পেঁপে, গাজর, টমেটো ইত্যাদি)। সেগুলি ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। ক্যারোটিন থেকে শরীরে ভিটামিন এ তৈরি হয়। বিভিন্ন সব্জিতে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। যেমন--- টমেটোয় রয়েছে লাইকোপিন, কাঁচা লঙ্কায় ক্যাপসাইসিন। পিয়াজ, জাম ইত্যাদিতে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের শরীরের দূষণ, স্ট্রেস, ব্যয়ামের পর যেসব ফ্রি র‍্যাডিক্যালস তৈরি হয়, যা বিভিন্ন প্রকার মেটাবকিল ডিজঅর্ডারের (ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, সেরিব্রো ভাস্কুলার ডিজিজ) উৎস এবং চুল ও ত্বকের সমস্যা ঘটায়, সেগুলিকে শরীরে জমতে দেয় না। যারা খুব বেশি পরিমাণে আমিষ খাবার খান, তাদের রক্তে হোমোসিসটিন লেভেন বেড়ে ব্রেন স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায়। অথচ উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত খাদ্য মেটাবলিক ডিজঅর্ডার কমানোর সহায়ক। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ছাড়া ফাইবারেরও অন্যতম বড় উৎস উদ্ভিজ্জ খাদ্য। যথা শাক-সব্জি, ডাল, ভাত, রুটি, ফল। আমাদের দৈনিক ২৫-৩০ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। আর তা পেতে হলে আমাদের নিরামিষ খাবার তথা উদ্ভিজ্জ উৎসের দিকেই ঝুঁকতে হবে। অপরদিকে আমিষ খাবারের ফাইবার না থাকে না বললেই চলে। ফাইবার যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, তেমনই মেটাবলিক ডিজঅর্ডারও কমায়। আমরা যে খাবার খাই, তা খাদ্য নালির মধ্য দিয়েই শরীরের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যায়। ফলে পেশগুলিরও সংকোচন প্রসারণ হয়। খাবার হজম হয়ে যখন ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত হচ্ছে, তখন তা রক্তে শোষিত হয়ে কোষের ভিতর গিয়ে আমাদের এনার্জি দেয়। একে বলে পেরিস্টলিক মুভমেন্ট। ফাইবার খেলে এই পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট ভালো হয়। যা হজমের জন্য প্রয়োজন তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠায় ও অপ্রাচ্য খাবার স্টল হিসেবে বের করে দেয়।

নিরামিষ খাবারের এত গুণ থাকা সত্বেও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, নিরামিষীরা নিদেনপক্ষে দুধ বা দই না থেকেল তাদের সমস্ত প্রকার এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড খাবারের মধ্য দিয়েই শরীরে ঢোকে। শরীর নিজে তা সংশ্লেষ করতে পারে না। সুতরাং শুধু নিরামিষী হয়ে শাকপাতা খেলে হবে না। দুধ বা দই বা অন্য কোনও দুধ জাতীয় জিনিস সঙ্গে রাখতে হবে। ফলে শরীরে ক্যালশিয়াম ও প্রোটিনের (প্রাণীজ প্রোটিনকে বলে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন যেহেতু এতে সবরকম অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে) প্রয়োজনীয়তা মিটবে। সঙ্গে Ph ব্যালান্স নিউট্রাল হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমরা গরমের দেশে থাকি আর SDA এর প্রোটিন শরীরের উষ্ণতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই পাশ্চাত্যের ঠাণ্ডার দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষেণ শরীরে প্রোটিনের চাহিদা কম।

নিরামিষ খাও ক্ষতি নেই, কিন্তু কোনও ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন থেকেও চাহিদা মেটাতে হবে। শাকপাতা, থোড়, মোচা ইত্যাদিতে আয়রন ও নানা ভিটামিন, মিনারেল থাকলেও তার বায়োলজিক্যাল অ্যাভেলেবিলিটি কম। যেহেতু এসবের মধ্যে প্রচুর অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরও মজুত থাকে, তাই আমরা খেলেও আমাদের শরীর পুরোটা তা শোষণ করে না ও কাজে লাগায় না, স্টুলের মাধ্যমে বের করে দেয়। কারওর যদি অ্যানিমিয়া হয়, আর তিনি ভাবেন থোড়, মোচা, ও কচু খেলেই পুরোটা সরিয়ে ফেলব, সেই ভাবনা কিন্তু ভুল।

নিরামিষীদের খাবরে যদি প্রাণীজ উৎসের কোনও খাদ্য না থাকে, তাহলে তাদের ভিটামিন, মিনারেলসের কিছু ঘাটতি দেখা যাবে। আয়রনের মতো ক্যালশিয়াম প্রাণিজ প্রোটিনে (দুধ, দুধ জাতীয় খাবার) বেশি আছে। আয়রনের মতো ক্যালসিয়ামেরও শাকপাতার ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল অ্যাভেলেবিলিটি কম। মাছ, ডিমে থাকা কোলিন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্ক বেশি সচল রাখে, যা উদ্ভিজ্জ খাবারের উৎসে খুবই কম পরিমাণে থাকে ও যার কার্যকারিতাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। খাদ্য তালিকা থেকে আমিষ পুরোপুরি ছেঁটে ফেললে আপনি মোটেও লাভবান হবেন না। তবে নিরামিষের মধ্যে আখরোট, তিসি, তিল ইত্যাদিতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। আবার অনেক সময় প্রাণিজ প্রোটিন অনেকদিন ধরে বেশি খেলে কিডনির ওপর চাপ পড়ে। সবশেষে বলব নিরামিষাশীদের নিরামিষ ছেড়ে যেমন আমিশাষী হতে হবে না, তেমনই উল্টোটা হওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর এই বিশাল পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু না কিছু অল্পবিস্তর ছড়িয়ে রেখেছেন। শরীরের ওজন, উচ্চতা, কর্মপদ্ধতি, লিঙ্গ ও আবহাওয়া অনুসারে তা আমাদের ঠিক মতো বুঝে নিয়ে বেছে নিতে হবে। দিনের শেষে শরীর যেন সব রকম পুষ্টিগুণ পায় ও সুস্থ থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই সমস্যাবিহীন শরীর ও সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকবে।

নিরামিষে নীরোগ

আপনি কি নিরামিষাশী? আপনি কি মনে করেন এই সুন্দর পৃথিবীতে আপনার আমার মতো প্রতিটি প্রাণীরই বাঁচার সমানাধিকার আছে? তাহলে এই হিংসামুক্ত সবুজ দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগত! মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক

ইত্যাদি কারণ ছাড়াও বহু মানুষ এখন মাছ-মাংসের মতো আমিষ খাবার বর্জন করে সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ জীবন লাবের উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হচ্ছেন নিরামিষ খাবারের প্রতি। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নিরামিষাশীরা আবার নানা ধরনের হয়ে থাকেন--- যেমন যারা নিরামিষাশী কিন্তু দুধ বা দুধের প্রোডাক্ট খান তারা অনেকে আছেন ডিম খেয়ে নিরামিষাশী (যেখান হাঁস বা মুরগিকে শুধুমাত্র দানাশস্য খাওয়ানো হয়) নিরামিষাশীরা অ্যানিমাল প্রোটিন হিসেবে ডিম ও দুধ খেলেও তা খান কাঁচা অবস্থায় সব কাঁচা খেলেও কোন প্রাণিজ খাবার খান না, হিন্দু বিধবারা দুধজাত খাবার খেলেও মাছ মাংস-ডিম-পিয়াজ- রশুন-এমনকী মুশুরডালকেও আমিষ ধরেন, অন্যদিকে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে পেঁয়াজ রশুন বা ডালের মতো উদ্ভিজ্জ উৎসের খাবার, যেমন দানাশস্য, ডাল বাদাম, সয়াবিন, ফল ও শাকসব্জি সমৃদ্ধ হেলদি খাবারকে বোঝায়। ফল ও সবজি ছাড়া হেলদি ডায়েট এক কথায় অসম্ভব। যা নিরামিষ ডায়েটের দুই অন্যতম প্রধান উপাদান।

নিরামিষ খাবার বনাম আমিষ খাবার

১) নিরামিষ খাবার বিভিন্ন ভিটামিনস, মিনারেলস, ফাইটোকেমিক্যালস, অ্যান্টি অক্সিডেন্টস, বায়োপিগমেন্টস, কার্বোহাইড্রেট , এনার্জি ও ফাইবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিদ্রব্য সমৃদ্ধ হওয়ায় দেহগঠন ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। হৃদরোগ, ক্যান্সার, হাই ব্লাড পেশার, হজমের গোলমাল, কনস্টিপেশান, পাইলস, আর্থ্রাইটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে নিরামিষ আহার দারুণ ভালো কাজ দেয়। ২) আমাদের রক্তের স্বাভাবিক PH মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫, অর্থাৎ সামন্য ক্ষারকীয়। মাছ-মাংসের মতো অতিরিক্ত আম্লিক খাদ্য গ্রহণের ফলে রক্তের স্বাভাবিক PH ব্যালেন্স নষ্ট হয়। অন্যদিকে শাকসব্জি ও ফলের ক্ষারধর্মিতা রক্তের PH ব্যালেন্স রক্ষা করে।

৩) অতিরিক্ত মাছ, মাংস ও সিফুড গ্রহণের ফলে দেহে আয়রন ওভারলোডিং ঘটে যার ফলে হতে পারে হেমোক্রোটোসিস, এমনকী এক্ষেত্রে লিভার ক্যান্সারের তুলনামূলকভাবে কম। ৬) যারা মাছ-মাংস-ডিমের বদলে নিয়মিত ডায়েটে প্রচুর পরিমাণে গাজর, পালং, কুমড়ো, পেঁপে, ব্রকোলি ইত্যাদি ক্যারোটিনয়েডস সমৃদ্ধ থাকার খান তাদের বার্ধক্যে ক্যাটারাক্টে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ কম থাকে। ৭) শৈশবাবস্থা থেকে যারা সপ্তাহে ৩-৪ দিন প্রসেসড মিট যেমন হট ডগ, বার্গার, চিকেন ফ্রাই, চিকেন পিজা ইত্যাদি খেতে অভ্যস্ত তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

৮) ফাইবার সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাবার রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা কম রাখে। ৯) মাংস বিশেষত রেডিমেট Neu5Ge এক বলে বিশেষ ধরনের পদার্থ আাছে যা রক্ত আমাশা বা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। যদিও মাছ, পোলট্রির খাবার, ফল বা সবজিতে এই ভয়ানক ক্ষতিকর পদার্থটি অনুপস্থিত। ১০) কোলন, স্টমাক, ইসোফেগাস ও বিভিন্ন স্থানের ক্যান্সার প্রতিরোধে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ক্রুসিফেরাস গ্রুপের সবজি দারুণ উপকারী।

১১) সর্বোপরি উদ্ভিজ্জ খাবারের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করলে নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব।

১২) লাস্ট বাট নট দি লিস্ট--- ভেজ ডায়েট কিছুটা হলেও পকেট বাঁচায়।

নিরামিষ খাবারের রোগ নিরাময়ী ক্ষমতা

কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ঃ হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত স্পন্দন, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, ইসকিমিয়া ইত্যাদি মোকাবিলয়া নিরামিষ আহারের বিকল্প নেই। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যারা নিয়মিত দিনে অন্তত ৮ সার্ভিং ফল ও সব্জি খান, তাদের হৃদরোগের আশঙ্কা যারা দিনে মাত্র ১.৫ সার্ভিং খান তাদের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম। ফাইবার ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ কোলেস্টেরল বিহীন হওয়ার বিভিন্ন ফল, সবজি ও গোটা দানাশস্য উল্লেখযোগ্যভাবে রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল মাত্রা কমায় এবং হৃদযন্ত্রকে সুস্থ ও ছন্দোবদ্ধ রাখে। নিরামিষ খাবারের ফাইবার বা নন স্টার্চ পলিস্যাকারাইড যেমন পেকটিন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, গাম অ্যারাবিক, গুয়ারগাম ইত্যাদি অন্ত্র থেকে বিপুল পরিমাণ জল শোষণ করে জেল লাইক ম্যাট্রিক্স তৈরি করে যা বাইল অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল শোষণ করে দেহ থেকে নির্গত করায় দেহে কোলেস্টেরল পুনরুৎপাদনের হার কমে যায়। একই সঙ্গে রক্তনালির আভ্যন্তরীণ গোত্রে কোলেস্টেরলের, বাইল সল্ট ইত্যাদি অধঃক্ষেপনের দরুণ অ্যাথেরোস্ক্লেরেটিক প্লাক ফর্মেশানের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। ফলে হৃৎপিণ্ড যথাযথ মাত্রায় রক্ত সংবাহিত হয় এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ও অ্যাথেরোস্ক্লেরেসিসের সম্ভাবনা অনেকাংশেই নির্মূল করা সম্ভব হয়। উপরন্তু নিরামিষ আহার ফ্ল্যাভোনয়েডস, পলিফেনলস, ফেনলিক অ্যাসিড, বিটক্যারোটিন, লাইকোপিন, জিজ্যানথিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ ও সক্ষম রাখে।

উচ্চ রক্তচাপ ঃ

উক্ত রক্তচাপকেই হার্ট অ্যাটাক ও স্টোকের প্রাথমিক কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আমিষ খাবারে অভ্যস্ত মানুষজন ফাইবারবিহীন, কোলেস্টেরল, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও হাই সোডিয়ামুক্ত অ্যানিমাল প্রোটিন দীর্ঘদিন ধরে খেতে থাকলে পরিণামে হাইপ্রেশারের মতো সমস্যাকে মেনে নিতেই হবে। অন্যদিকে দেখা গেছে হাইপ্রেশারের রোগীদের এক মাস ধরে ভেগান ডায়েট দেওয়ার ফলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের রিডিং যথাক্রমে ১১ ও ৬ মিমি মার্কারি প্রেশার হিসেবে কমেছে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী অনেক মানুষজন বিপুল মেদ ভারে জর্জরিত এবং রক্তচাপের শিকার। কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এইসব মানুষ রান্নায় অতিরিক্ত পরিমাণে তেল, ঘি, মাখন, চিজ এবং চিনি ব্যবহার করেন। ভাজাভুজি, মিষ্টি, আচার ও বাদামের মতো হাই ক্যালোরি ফুড ও এবং জাংক ফুড এদের বেশি পছন্দের। তাই নিরামিষ আহারের সম্পূর্ণ উপকার পেতে হলে রান্নায় তেল-ঘি ও চিনের ব্যবহার সীমায়িত করতে হবে, আর দিনে দুবার অন্তত কাঁচা স্যালাড, গোটা ফল বা সবজি জুস নেওয়া দরকার। ল্যাকটো ভেজিটেরিয়ানরা নন ফ্যাট ডেয়ারি প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন।

ক্যান্সার

উদ্ভিজ্জ আহারের এক বিশেষ সুবিধা, তা ক্যান্সার প্রতিরোধক। বিভিন্ন শাক সব্জি ফলমূল, ডা, বাদাম, সয়াবিন, ইত্যাদিতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ফাইটোকেমিক্যালস থাকে যা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার যেমন মুখগহ্বর, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, ফুসফুস, গলা, কোলন, ইসোফেগাস, ব্রেস্ট ও প্রস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোদে দারুণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্টের মধ্যে আছে গাজর, কুমড়ো, পাকা, আম, পেঁপে, স্কোয়াশ ইত্যাদির ক্যারোটিনয়েডস, টম্যাটোর লাইকোপিন, পাকা কালো জামের লিউটিন, আপেলের ও পিঁয়াজের কোয়েরসেটিন, সয়াবিনের ফাইটোস্ট্রোজেন, সবুজ চা, শসার বায়োফ্ল্যাভোনয়েডস ইত্যাদি প্রতিনিয়ত আমাদের নানাভাবে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি গড়ে তুলছে। পালং, লেটুস, সাজনা, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মিষ্টি আলু, গাজর, সরষে শাক, মেথি শাক ইত্যাদি বিবিধ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ হওয়ায় ক্যান্সারের মোকাবিলয়ায় সক্ষম। আবার বিভিন্ন ক্রুসিফেরাস ভেজিটেবলস যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকোলি, ব্রাসলস স্প্রাউটস ইত্যাদিতে অধিক মাত্রায় সক্রিয় ফাইটো কেমিক্যালস, ভিটামিনস ও মিনারেলস থাকায় ক্যান্সার সহ বিভিন্ন অসুখ বিসুখ প্রতিরোধের জন্য সপ্তাহে ৩-৫ দিন খাওয়া উচিত। তবে রান্নার ফলে এইসব সব্জির আইসোথায়োসায়ানেট ও গ্লুকোসিনোলেট জাতীয় অ্যান্টি ক্যান্সার কম্পাউন্ডের মাত্রা হ্রাস পায়। তাই ওভারকুকড যাতে না হয়, সাবধানে রান্না কারা উচিত। উপরন্তু শাক সব্জি, ফলমূল ও গোটা দানাশস্যের ফাইবার ক্যান্সারের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু প্রসেসড, সেমি প্রসেসড কুকড বা সেমিকুকড অ্যানিম্যাল প্রোডাক্টর (সংরক্ষিত মাছ, মাংস, স্যুপ, হটডগ, বার্গার, ফিশফ্রাই, চিকেন, নাগেটস ইত্যাদি) নাইট্রোসোমাইনস জাতীয় কার্সিনোজেনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে নিরামিষাশীরা।

গ্যাসট্রো ইনটেসটিনাল হেলথ ঃ

খাদ্যের হজ, বিপাক, শোষণ ও বহিষ্করণ স্বাভাবিক রাখতে হলে ফাইবার ও ভিটামিন মিনারেল সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাবারের দিকে হাত বাড়াতেই হবে। ভাত, রুটি, ডাল, রাজমা, সয়াবিন, সবুজ শাক, কুমড়ো, গাজর, পেঁপে সাজনা, ইত্যাদি সব্জি ফলমূলসমৃদ্ধ প্রপার ব্যালেন্সড ডায়েট অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

দেশ থেকে দারিদ্রতা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস, দাবি রাজনাথের

ভুবনেশ্বর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দেশ থেকে কংগ্রেস মুক্ত করতে পারলে দারিদ্রতা বিদায় নেবে। বৃহস্পতিবার বিজেপির বিজয় সঙ্কল্প সমাবেশ উপলক্ষ্যে ওডিশার জাজপুর জেলার বারিতে বিশাল জনসভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণের আগে এদিনের জনসভায় রাজনাথ সিং বলেন, দারিদ্রতাকে বরাবর নির্বাচনী ইস্যু করেছে কংগ্রেস। কিন্তু কোনওদিনই দেশ থেকে দারিদ্রতা মুক্ত করতে পারেনি এই দলটি। বিগত ৬০ বছরে গোটা দেশে যা উন্নতি হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি উন্নতি বিগত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হয়েছে। এদিনের জনসভায় কংগ্রেসের পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদল বিজেডির বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাজনাথ সিং বলেন, ২০ বছর ধরে বিজেডি ওডিশায় শাসন করেছে। কিন্তু কোনও উন্নয়ন রাজ্যে হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ওডিশাকে দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল ওডিশাবাসী পায়নি বলে দাবি করে রাজনাথ সিং বলেন, কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত সহ একাধিক প্রকল্প রাজ্যে সঠিক ভাবে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেডি সরকার। ফলে বঞ্চিত হতে হয়েছে রাজ্যবাসীদের।

কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে রাজনাথ সিং বলেন, কংগ্রেসের আমলে যেখানে প্রতিদিন ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার জাতীয় সড়কে কাজ সম্প্রসারিত হত সেখানে এনডিএ সরকারের আমলে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হয়ে চলেছে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে যেখানে গরিবরা শুধুমাত্র ২৫ লক্ষ আবাসন বন্টন করা হয়েছিল। সেখানে বিজেপি সরকারের আমলে ১.৩০ কোটি আবাসন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গরিবদের জন্য বন্টন করা হয়েছি। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ এবং উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে।

কলম্বো-র ৪০ কিলোমিটার পূর্বে বিস্ফোরণ, ফের আতঙ্ক দ্বীপরাষ্ট্রে

কলম্বো, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ইস্টার সানডের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের মন থেকেউ গত রবিবারের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে দ্বীপরাষ্ট্রেউ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শ্রীলঙ্কাউ বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পূর্বে পাগোড়া টাউনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পিছনে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়উ কি কারণে বিস্ফোরণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশউ

শ্রীলঙ্কা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে কলম্বো থেকে ৪০ কিলোমিটার পূর্বে পাগোড়া টাউনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পিছনে একটি ফাঁকা জমি থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়উ কি কারণে বিস্ফোরণ হল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশউ উল্লেখ্য, গত রবিবার ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কাউ পর পর শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গির্জা-সহ শ্রীলঙ্কার অভিজাত হোটেলউ সন্ত্রাসবাদী হামলায় এখনও পর্যন্ত ৩৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনই বিদেশি নাগরিকউ এছাড়াও জখম ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।

ভোটের বাজারে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, আবারও মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই পুনরায় দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলেরউ মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলউ নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০৭ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০৭ পয়সা (কলকাতা), ০৭ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.৮ পয়সাউ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.৮ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.৮ পয়সা (কলকাতা), ০.৯ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৯ পয়সাউ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়, সামঞ্জস্য রাখতেই তেলের দামা বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবারের মূল্যবৃদ্ধির পর নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৭৩.০২ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৫.০৪, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭৮.৫৯ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৫.৭৯। পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ছয়ের পাতায়

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান, হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার নিখোঁজ নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): গত কয়েকদিনের উদ্বেগ-উতণ্ঠার অবসানউ অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল নদিয়া জেলার 'নিখোঁজ' নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়-এরউ নিখোঁজের প্রায় এক সপ্তাহ পর মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে রহস্যময়ভাবে 'নিখোঁজ' থাকা নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়কে উদ্ধার করেছে সিআইডিউ হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার করার পর হাওড়ায় শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় অর্ণববাবুকেউ সম্ভবত এদিনই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবন নিয়ে যাওয়া হতে পারে অর্ণব রায়কেউ সিআইডি জানিয়েছে, অর্ণব রায়ের মানসিক অবস্থা এখন ভালো নেইউ তাই কি কারণে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, সে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানা যায়নি।

গত ১৮ এপ্রিল দুপুরের পর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান নদিয়া জেলার নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়উ নির্বাচনী ডিউটির জন্য গত ১৮ এপ্রিল কৃষ্ণনগরের বিপ্রদাস চৌধুরী পলিটেকনিক কলেজে ছিলেন নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়উ ওই দিন দুপুর পর্যন্ত তিনি নির্বাচনী কাজকর্ম করছিলেনউ নদিয়া জেলার ভোট প্রক্রিয়ায় ইভিএম ও ভিভিপ্যাট-এর দায়িত্বে ছিলেন অর্ণববাবুউ দুপুরের খাবার খাওয়ার পর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিউ এমনকি মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিলউ ১৮-২৫ এপ্রিল টানা এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার সকালে খোঁজ মিলল নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়েরউ সিআইডি সূত্রের খবর, ১৮ এপ্রিল নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই অর্ণববাবুর মোবাইল ফোন বন্ধ ছিলউ শেষ টাওয়ার লোকেশন মিলেছিল নদিয়া জেলার শান্তিপুরেউ কিন্তু, তাঁর মোবাইল নম্বরের উপর সর্বদা নজর ছিল সিআইডি-রউ বৃহস্পতিবার সকালে ফের তাঁর মোবাইল ফোন অন হয়উ তিনি পরিবারের সদস্য-সহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে শুরু করেনউ

টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে সিআইডি অফিসাররা এক প্রকাশ নিশ্চিত হন, হাওড়া স্টেশন চত্বরেই রয়েছেন অর্ণববাবুউ তারপরই সিআইডি-র একটি দল হাওড়া স্টেশনে অভিযান চালায়উ অভিযান চলাকালীন হাওড়া স্টেশন থেকেই উদ্ধার করা হয় নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়কেউ তিনি মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নন, তাই প্রথমে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়উ খবর দেওয়া হয়েছে তাঁর স্ত্রীকেওউ ডিআইজি সিআইডি (অপারেশনস) নিশাত পারভেজ জানিয়েছেন, 'হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে অর্ণব রায়কে উদ্ধার করে প্রথমে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়উ মানসিকভাবে কিছুটা স্থিতিশীল হলেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি কারণে তিনি অধাও হয়ে গিয়েছিলেনউ গত এক সপ্তাহ কোথায় কিভাবে কাটিয়েছেন।

সূর্যকান্ত মিশ্রর পদযাত্রায় উপচে পড়া ভিড় দেখে চওড়া হাসি তৃণমূল কংগ্রেসের

বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বহুদিন পর সিপিএমের মিছিলে উপচে পড়া ভিড় দেখে খুশির হাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী অমিয় পাত্রের সমর্থনে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।সেই পদযাত্রায় আশাতীত ভীড় হয় যা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।সিপিএমের পক্ষ থেকে আগে ভাগেই জানানো হয় যে পদযাত্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ যোগ দেবেন।তাদের অনুমান যে ভুল ছিল না তা এদিন প্রমানিত হয়।তবে ৪০ হাজার না হলেও জমায়েত যে ২৫ হাজার ছাপিয়ে যায় তা এক কথায় বলা যায়।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই বিজেপি প্রার্থী ডা সুভাষ সরকারের সঙ্গে তৃণমূলের প্রার্থী সুব্রত মুখার্জির।এর পরেই রয়েছেন সিপিএমের অমিয় পাত্র।২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী ৯ বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়াকে ৯৮ হাজারের বেশি ভোটে পরাস্ত করেন তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী মুমমুন সেন সেবার বিজেপির প্রার্থী ডা সুভাষ সরকার প্রচারে নজর কেড়ে আড়াই লক্ষ ভোট টেনে সমীহ আদায় করে নেন।

২০১৯ সালে এই চিত্র সম্পূর্ন ভিন্ন।এবার তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি।সিপিএম মূল লড়াই এর বাইরে।সরকার বিরোধী মনোভাব জেলা জুড়ে প্রবল আকার ধারণ করেছে।সেটা তৃণমূল শিবিরের অজানা নয়।এমনকি বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের ভোট ও সরকার বিরোধীদের মতই বিজেপির পক্ষে চলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।এর সঙ্গে রয়েছে বিজেপি নিজস্ব ভোট, এছাড়াও এক কালের হিন্দু মহাসভার দুর্গ হিসাবে পরিচিত বাঁকুড়ায় কট্টর হিন্দু ভোট বিজেপির পক্ষে যাবে।সব মিলিয়ে বিজেপির পাল্লা ভারী হতে দেখে তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে উদ্বেগ গভীর হচ্ছিল।সেই পরিস্থিতিতে সরকার বিরোধী ভোট ভাগ ছাড়া তৃণমূলের কোনও বিকল্প রাস্তা নেই এরকম একটা অঙ্ক রাজনৈতিক মহলে মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে যায়।তৃণমূল ও মনেপ্রানে চাইচিলো সিপিএম যত ভোট টানতে পারবে তাদের আশা তত প্রবল হবে।আজ পদযাত্রায় উপচে পড়া ভীড় দেখে তাই খুশির হাওয়া তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে।

পদযাত্রায় আসাতীত ভীড় দেখে খুশির হাওয়া সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্য কান্ত মিশ্রর নেট্রে।তিনি পদযাত্রা শেষে সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন।বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দলই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী।দুই দলই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলে মন্তব্য করে বলেন তৃণমূলের অপসাসনের বিরুদ্ধে যারা বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন তাদের প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ বামপনী আদর্শে ফিরিয়ে আনতে হবে।লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্বেও একজনের মৃত্যু হয়েছে।তাই নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ভরসা করা যায় না, নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা করে সংঘবদ্ধ ভাবে ভোট প্রদান করার আহ্বান জানান।

হাওড়া কান্ডে জড়িত পুলিশের শাস্তি চাই, দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : হাওড়া কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে হাওড়া কপর্োরেশনের কর্মীদের বিবাদের জেরে পুলিশ কোর্ট চত্বরে ঢুকে আইনজীবিদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে উ এর প্রতিবাদে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে এস ইউ সি আই (সি)। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁদের এই দাবির কথা জানান উ

প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর এদিন বলেন, ধ্রু'গতকাল হাওড়া কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে হাওড়া কপর্োরেশনের কর্মী বলে দাবি করা কিছু মানুষের বিবাদ ও তাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের মত ঘটনার অজুহাতে যেভাবে পুলিশ কোর্ট চত্বরে ঢুকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে তা নিন্দনীয় উ পুলিশ আইনজীবী ও ল-ক্লার্কদের সেরেস্তা ভাঙচুর করে, টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটিয়ে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁদের হাত-পা-মাথা ভেঙ্গে দেয় আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি"। এই পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে আজ হাওড়া কোর্টে অনিদর্ষ্টিকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছেউ এই প্রসঙ্গে তরুণ বাবু জানান, "কলকাতা হাইকোর্ট ও জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবীরা যে কর্মবিরতি পালন করছেন আমরা সেই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করছি। আমরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি করছি।ধ্রু'

প্রসঙ্গত, গতকাল সকাল ১০.৪৫ নাগাদ হাওড়া পুরসভার বাইরে গাড়ি পার্কিং করছিলেন এক আইনজীবী। অভিযোগ ওঠে, সেই সময় তাঁকে বাধা দেন পুরসভার এক কর্মী। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বচসা হয়। এরমধ্যেই বেশ কয়েকজন পুরকর্মী ও আইনজীবী ঘটনাস্থলে হাজির হন। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আদালতের ভিতর ঢুকে আইনজীবীদের আক্রমণের অভিযোগ ছয়ের পাতায়

মিছিল করে আলিপুর জেলাশাসকের দফতরের মনোনয়ন পেশ বামেদের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : বামেদের মিছিলে শহরে যেন জনজোয়ারের আবহ উ দলের প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে বৃহস্পতিবার আলিপুর জেলাশাসকের দফতরের মনোনয়ন পেশ করলেন বামপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বামপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়াও এদিন মনোনয়ন পেশ করেন বামেদের আরও চার পার্থী উ

যাদবপুরে কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের তারকা প্রার্থী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে লড়াই বামপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের। এদিন দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছান যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর ও মথুরাপুর কেন্দ্রের বামপ্রার্থীরা। যাদবপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন পেশ করেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হাজরা থেকে আলিপুর পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিলের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অফিসের ব্যস্ত সময়ে বামেদের মিছিলে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় গোটা এলাকা, বিপাকে পরে নিত্যযাত্রীরা।

এবার সাত দফায় রাজ্যের ৪২টি আসনে লোকসভা ভোট। সবচেয়ে বড় জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আসনসংখ্যা ৪টি। সবকটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বামেরা। শুধু যাদবপুর কেন্দ্রেই নয়, দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থীরাও। যাদবপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন পেশ করেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী ফুয়াদ হালিম, জয়নগরে সুভাষ নস্কর ও মথুরাপুরের শরৎ হালদারও মনোনয়ন পেশ করেন। এদিনই আবার মনোনয়ন পেশ করেছেন কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা আসনে বামপ্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ও। অন্যদিকে খুব শীঘ্রই যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তীও মনোনয়ন পেশ করবেন বলে জানা গেছে। শুধু বামেরাই নয়, বৃহস্পতিবার আলিপুরে জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়ন পেশ করেন জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ও বিদায়ী সাংসদ প্রতিমা নস্করও।

লোকসভা নির্বাচনের মুখে দশবছর পর কার্যালয় খুলে ফিরলেন নেতারা

মেদিনীপুর, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : শাসক দলের অবস্থা প্রতিকূল দেখে সাহস করে জঙ্গলমহলে দলীয় কার্যালয় খুলে বিচরণ শুরু করল বামেরা। গত চার দিনে মেদিনীপুর সদর ব্লক ও শালবনির জঙ্গলমহল এলাকায় আটটি বন্ধ থাকা অঞ্চল কার্যালয় খুলে মিটিং মিছিল শুরু করল তারা। শুরু হয়েছে দলের পতাকা লাগানো। প্রায় দশ বছর পর ওই সমস্ত এলাকায় বাম নেতাকর্মীদের পায়ের ছাপ পড়ল।

জঙ্গলমহলে ২০০৮ এর পর অশান্তি তৈরি শুরু হয়েছিল জঙ্গলমহলের পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মিলিয়ে শতাধিক বাম নেতাকর্মীকে খুন করে মাওবাদীরা। লালগড় বিনপুর ধরমপুর শালবনিতে বেশ কয়েকটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল মাওবাদীরা। তারপর থেকেই দলের কাজ তো দূর,নিজেদের প্রাণ নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেঁচে ছিলেন বাম নেতাকর্মীরা। তখন থেকেই জঙ্গলমহলের বেশিরভাগ দলীয় কার্যালয়ে ঝাঁপ পড়ে ছিল। বাকি যেকটা ছিল সেগুলিও তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসতে বন্ধ করে পালাতে হয়েছিল নেতাদের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সিপিআইএমের জেলা কমিটির সদস্য

সৌগত পন্ডা বলেন-ধ্রু' মাওবাদীরা একের পর এক আমাদের নেতা-কর্মীদের খুন করার পর, দলীয় কার্যালয়ে আক্রমণ হতে সকলেই এলাকাছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। বাকি যারা ছিলেন তাদের জরিমানা অত্যাচার করে তৃণমূলের নেতারা কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউ এতদিন মাথা তোলার সাহস পায়নি। বর্তমানে ওই সমস্ত এলাকায় আমরা নিজেদের কাজকর্ম শুরু করলাম।' এই মুহূর্তে জঙ্গলমহল এলাকায় শাসকদলের পরিস্থিতি অনেকটাই প্রতিকূল। বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহলে বিজেপির উত্থান চিহ্নিত হয়েছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। তাই প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপিকে ধরে নিয়ে শাসক দল বামেদের অতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে না। সেই সুযোগে বাম শরিক দলগুলি গত এক সপ্তাহ ধরে শালবনী থানার অন্তর্গত গড়মাল, পিড়াকাটা, কর্ণগড়, শালবনী। অন্যদিকে মেদিনীপুর সদর ব্লকের চাঁদড়া, ধেড়ুয়া ,কঙ্কাবতী এলাকাতে নিজেদের দীর্ঘদিনের বন্ধ থাকা দলীয় কার্যালয় গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুরু করেছে। কঙ্কাবতী এলাকার অঞ্চল কার্যালয়টিতে এক সময় সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীরা আশ্রয় নিয়ে বন্দুক তৈরি করতো। পরে গ্রামবাসীদের হামলায় সে সমস্ত ফেলে পালিয়ে ছিল। পুলিশ ও গ্রামবাসীরা বহু বোমা বন্দুক উদ্ধার করার পর সেই কার্যালয় তালা বন্ধ অবস্থাতেই পড়েছিল।

দীর্ঘ ১০ বছর পর বৃহস্পতিবার সেই কার্যালয় খুলে সেখানে দলীয় পতাকা ও পোস্টার লাগানো শুরু করেছে বামেরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে-গত সাত দিনে শালবনি ব্লকের চারটি, মেদিনীপুর সদর ব্লকের আরো চারটি দলীয় কার্যালয় খুলে কর্মীরা বসে প্রচার শুরু করেছেন। এর বাইরেও গোয়ালতোড় পিংলা এই সমস্ত এলাকাতেও বহু পুরনো বন্ধ থাকা দলীয় কার্যালয় খুলে প্রচার শুরু করেছে তারা। বৃহস্পতিবার জঙ্গলমহলের ধেড়ুয়া থেকে কঙ্কাবতী পর্যন্ত বাম প্রার্থী বিপ্লব ভট্ট-এর সমর্থনে প্রচার ও মিছিল করা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন - ধ্রু'ওরা বেশিরভাগ স্থানেই বিজেপির সঙ্গে কাজ করছে । সে কারনে নিজেদের কার্যালয় খোলেন নি । তবে যেরুপেই যাক ওরা মানুষ ওই সন্ত্রাশের মুখ গুলোকে আর গ্রহন করবেনা ।

পাথারকান্দির পুতনি চা বাগানে গলায় ফাঁস জড়ানো শিশুর ঝুলন্ত লাশ

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি মহকুমার পুতনি চা বাগানের ষোলোফুট এলাকার জংলিটিলায় নিজেদের বাড়িতে এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ঘটনাকে রহস্যজনক বলে বাগানের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন। ধন্দে পড়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসারও। নিহত প্রায় সাত বছরের শিশুটি স্থানীয় চা বাগানের বাসিন্দা হরিপ্রসাদ রাজবংশীর ছেলে। নাম রাজেশ রাজবংশী।

রাজেশের পারিবারিক সূত্রের বক্তব্য, বুধবার বিকেল চারটা নাগাদ তাদের ছেলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তখন পরিবারের অন্য সদস্যদের অবর্তমানে নির্মীয়মাণ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পাকা খুঁটির লোহার রডের সঙ্গে নাইলনের রশি গলায় জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে রাজেশ। বিষয়টি সন্ধ্যার দিকে নজরে পড়ে অভিবাবকদের। তাদের কান্নাভরা হইচই শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। ইত্যবসরে খবর যায় থানায়। অন্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান থানার এসআই রহিমউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ। তাঁরা মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। এর পর আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাতেই করিমগঞ্জের সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে রাজেশের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার ময়না তদন্ত শেষে রাজেশের মৃতদেহ তার পরিবারবর্গের কাছে সমঝে দেওয়া হয়। কী কারণে মাত্র সাত বছরের এক শিশু গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হল, নাকি তাকে অন্য কেউ ফাঁস জড়িয়ে প্রাণে মেরেছে, না খেলার ছলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার রহিমউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ। তবে প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনাকে একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন পুলিশ অফিসার।

বিয়ের ভুয়ো খবর রটানো নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ স্বস্তিকার

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : টলিউডের বোল্ড অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়উতবে,সম্প্রতি রটেছিল অভিনেত্রী নাকি চুপি সারে তাঁর তৃতীয় বিয়ে সেরে ফেলেছেনউএই কথায় বেজায় চটে সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্ট করলেন অভিনেত্রীউ

সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে স্বস্তিকা ক্ষোভপ্রকাশ করে লেখেন, কে,কখন কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে বা কে কবে বিয়ে করছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে এই চর্চা কম হয় না। বিশেষ করে তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্ত নিয়ে আগ্রহ সবসময়েই বেশি।তবে,যারা না জেনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে বলে ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানি বন্ধ, সমস্যায় চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার ভারত থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানিও বন্ধ হয়ে গেল। আর এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হঠাৎ করে ভারত এবং ভুটান থেকে আমদানি করা বোল্ডারের উপর রাজস্ব বাড়িয়ে দেওয়ায় বোল্ডার আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমল কুমার ঘোষ বলেন, ‘চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত ও ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে এটি একান্তই বাংলাদেশের নিজস্ব সমস্যা। আশা করি এই সমস্যা মিটে যাবে।ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানি বন্ধ, সমস্যায় চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরাচ্যাংরাবান্ধা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার ভারত থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার রফতানিও বন্ধ হয়ে গেল। আর এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হঠাৎ করে ভারত এবং ভুটান থেকে আমদানি করা বোল্ডারের উপর রাজস্ব বাড়িয়ে দেওয়ায় বোল্ডার আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমল কুমার ঘোষ বলেন, ‘চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত ও ভুটান থেকে বাংলাদেশে বোল্ডার পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে এটি একান্তই বাংলাদেশের নিজস্ব সমস্যা। আশা করি এই সমস্যা মিটে যাবে।

এস ইউ সি আই (সি)-র

পাচের পাতার পর

ওঠে হাওড়া পুরসভার কর্মীদের বিরুদ্ধে। ভাঙচুরও চালানো হয় আদালতে। এরপর পালটা আঘাত করে আইনজীবীরা। মারধর করা হয় পুরকর্মীদের। পুরসভা লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে আইনজীবীরা। দুপক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিনত হাওড়া পুরসভা ও আদালত চত্বর।

এরপর, ঘটনাস্থলে যায় হাওড়া থানার পুলিশ ও ব্যাফ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে পুলিশ। সাময়িকভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। এরপর পুরকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আইনজীবীরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে অশান্তি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আইনজীবীদের নির্দেশ দেন বার কাউন্সিলের আধিকারিকেরা। আইনজীবিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই কথায় কর্ণপাত না করে বৈঠক থেকে বেরিয়ে ফের পুরকর্মী ও পুলিশকে আক্রমণ করেন আইনজীবীরা। বিকেলে ফের লাঠিচার্জ করে পুলিশ। আইনজীবীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়।

প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের নির্দেশে বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিবার বিজেপি-আইপিএফটি নেতৃত্বের মধ্যে চলছে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। তবে বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি বলে খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার থেকে চলমান আইপিএফটি-র সড়ক অবরোধের জেরে গণ্ডাছড়ার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। এই অবরোধের ফলে বৃহস্পতিবার গণ্ডাছড়ায় হাটবাজারের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ব্যাহত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য। আইপিএফটি-র এই সড়ক অবরোধের ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ভোট চলাকালীন বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ৪৪/৫১ নম্বর বুথে দলের দুই পোলিং এজেন্টকে মারধর করা হয়েছে বলে গতকাল অভিযোগ করেছিলেন আইপিএফটি সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, হেমেন্দ্র দেববর্মা (২৮) এবং নতুনজয় চাকমা (২৭) নামের আইপিএফটি-র দুই পোলিং এজেন্ট বিজেপি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। একই সময়ে ওই বুথেই কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট ইতারাম রিয়াং (৩৮)ও আক্রান্ত হয়েছিলেন। মঙ্গল দেববর্মার অভিযোগ, ওইদিন পুলিশের সামনেই আইপিএফটি ও কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টদের মারধর করা হয়েছে। ওই ঘটনায় আক্রান্তদের তরফে গণ্ডাছড়া থানায় চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাই স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা করে সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। তাতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বও সম্মতি জানিয়েছিলেন।

অবশেষে, গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আইপিএফটির স্থানীয় নেতৃত্বদের প্রতিশ্রুতি দেন দোষীদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই আইপিএফটি অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে, জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বস্তিকার

পাচের পাতার পর

দিল আমি বিয়ে করেছি তাঁদের বলি তাঁরা আগে জানুন খোঁজ নিন তারপর সেটা বলুন’।

প্রসঙ্গত ,স্বস্তিকার সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা বেশ কয়েকটি ছবি ভাইরাল হয়। সিঁথি ভর্তি সিঁদুর নিয়ে একটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন টলিউডের এই বোল্ড অভিনেত্রী। তবে,সেই ছবি ছিল এক ফটোশ্যুট।

স্বাস্থ্যকর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

পরেরদিন আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাটি বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল হয়ে যায়। সোশ্যাল সাইটের মধ্যমে ঘটনা জানতে পেরে হাসপাতালে ছুটে আসেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ক্ষমতাসীন বিজেপির স্থানীয় বিভিন্ন পদাধিকারী। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চোরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দে-র সঙ্গে কথা বলে এ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তাঁরা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন, অভিযুক্তকে শীঘ্র গ্রেফতার করা না হলে তাঁরা কর্মবিরতির পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন।

উল্লেখ্য, আক্রান্ত নার্স নাসিমা বেগম তিন মাসের অন্তঃসত্তা। তার পেটে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের ফলে তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

এদিকে স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, হামলাকারী পরীক্ষিত সিনহা নিজেকে শাসকদল বিজেপি যুবমোর্চার নেতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গুণ্ডাগিরি চালিয়ে আসছে। তার বিরুদ্ধে চোরাইবাড়ি থানায় পুরনো মামলাও ঝুলছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১১ এপ্রিল ভোরে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসক দীপঙ্কর দেবনাথের ওপর উশৃঙ্খল কতিপয় যুবক হামলা চালিয়েছিল। তাঁকে পরবর্তীতে আগরতলা মেডিক্যাল গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আইসিইউতে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। এ ঘটনায় রাজ্যের চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে।

পশু আটক

● প্রথম পাতার পর

নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ানরা এই সামগ্রীগুলি আটক করেছেন। একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে মোট ৭৮০টি ইয়াবা ছিল। এগুলোর বাজারমূল্য ৩,৯৯,৩৫৮ টাকা। এছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এক কেজি শুকনো গাঁজা এবং ৪,৩৪৮ টাকার ৩১ শিশি নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওযানরা। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলির মালিক আনিস মিঞা (২৩) এবং মণির হোসেন (২৫)। উভয়ে ফেরার। তাই তাদের বিরুদ্ধে বিএসএফ সোনামুড়া থানায় মামলা দায়ের করেছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলিও থানায় জমা করেছে।

অপরদিকে সংশ্লিষ্ট জেলার কামথানা বিওপি-র ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা এলাকায় টহল দেওয়ার সময় ১৯টি গবাদি পশু ও ১৫ কেজি গাঁজা ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারকালে আটক করেছেন। আটককৃত গবাদি পশুগুলির স্থানীয় বাজারমূল্য প্রায় ১, ১৮,৪০০ টাকা এবং গাঁজার মূল্য ৭৫ হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে উদ্ধারকৃত পাচার-সামগ্রীর বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হবে বলে বি এস এফের তরফে জানানো হয়েছে।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

সব-কা বিকাশ মন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক প্রকল্প এনেছেন। উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত-সহ কৃষক কল্যাণে ছয় হাজার টাকা বছরে আর্থিক সুবিধার প্রকল্পগুলি জনকল্যাণে এনেছেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে তা সঠিক রূপায়ণ হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে, ত্রিপুরায়ও বাম জমানাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়িত হত না।

তাঁর কথায়, কোনও নেতা ঠিক হয়নি, অথচ প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দেখছেন অনেকেই। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ চেনেন না । তবু তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন । বিপ্লব বলেন, বিবাহের সম্বন্ধ আসলে পাত্র-পাত্রী, উভয়ের পরিবার-পরিজন সকলকে ভালোভাবে যাচাই করার পরই বিয়ে হয়। কারণ, সবকিছু যাচাই না করলে পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যত সমস্যায় পড়তে পারে। এই উদাহরণ দিয়ে বিপ্লব বলেন, দেশের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখতে নেতা যাচাই করা খুবই জরুরি। তবেই দেশের উন্নতি হবে। আর তাতে রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে তৈরি নরেন্দ্র মোদী । বিপ্লবের দাবি, ভারতবাসী যাচাই করেছেন, তাই নরেন্দ্র মোদী আবারও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। আজ তিনি পুরুলিয়াবাসীর কাছে সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশের জন্য এবং সমস্ত রাজনৈতিক খুনের বদলা নিতে ইভিএমে জবাব দেওয়ার আহ্বান রাখেন।

মৃত্যু যুবকের

তিনের পাতার পর

সময় তন্ময় গান শুনতে শুনতে রেল লাইন পেরোচ্ছিলেন নাকি কারও সাথে ফোনে কথা বলছিলেন তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সাংসদ জাহিদ

তিনের পাতার পর

দল থেকে তো আপনাকে বহিষ্কার করা হতে পারে এ মন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার বিষয়ে দল যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতেই পারে, সেটা জেনেই শপথ নিয়েছি। দল যদি মনে করে বহিষ্কার করবে, করতেই পরে। বহিষ্কার করলেও কিন্তু আমি দলে আছি। আমি এই দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ। সেই ছাত্র জীবন থেকে দীর্ঘ ৩৮ বছর এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই বিএনপি আমাকে বহিষ্কার করলেও আমি তো বিএনপি থেকে বহিষ্কার হবো না। আমি আছি। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মাঠে লড়াই করেছি। আমি এবার নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচন করলাম। এই আসনটি আমাদের বিএনপির ছিলো না। স্বাধীনতার পর থেকে এ আসনটি আওয়ামী লীগের। এই প্রথম বিএনপি বিজয়ী হতে সক্ষম হয়েছে।

সংসদে আপনার ভূমিকা কী হবে? এ প্রশ্নের জবাবে জাহিদুর রহমান বলেন, আমার নেত্রীর মুক্তির জন্য সংসদে যে ভূমিকা রাখা দরকার, তাকে যেন গণতন্ত্রের স্বার্থে মুক্ত করে দেওয়া হয়, সংসদে এই আহ্বান জানাবো। এটাই আমার সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথম অঙ্গীকার। আর এলাকার হাজার হাজার নিরপরাধ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান করবো। গণতন্ত্রের স্বার্থে সেইসব মামলা প্রত্যাহারের দাবি রাখবো।

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

মোর্চার প্রার্থীকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করছে। আরও যে দুটি কেন্দ্র থাকছে বহরমপুরের নির্বাচনের পরে সেই দুটি নাম আমরা ঘোষণা করবো।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৫ (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে ঊ যে ১০টি আসনে ভোট হয়েছে, তার একটিও পাবে না তৃণমূল। সভাপতির লক্ষ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৩ টি আসনই পাবে বিজেপিঊ বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ‘মিট দ্যা প্রেস’ অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি ।

এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, ’’পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের জন্য লড়ছেন খোদ জনগণ’ । তার কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতবিক্ষত গণতন্ত্রকে সুস্থ করে তোলার জন্যই এই পরিবর্তনের সূচনা ঊ যা ইতিমধ্যেই বিজেপির হাত ধরে শুরু হয়ে গিয়েছে’ ঊ

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ট্রাডিশন হয়ে গিয়েছে হিংসা, খুনের রাজনীতি করাঊ এই নীতির সূচনা করেছিল সিপিএমরা, যার ধারা বয়ে চলেছে তৃণমূলঊ এবার এই ধারার পরিবর্তন দরকারঊ এই পরিবর্তন আনতে চলেছে বিজেপি।

এরপরই এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্ধ করে তিনি বলেন, ’’তৃণমূল আজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মমতার সভায় লোক হচ্ছে না। তাই সভা করতে গিয়ে পদযাত্রা করে লোক জোগাড় করার চেষ্টা করছেনঊ এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলপটকা মন্তব্য করছেন। উনি নিজেই এবার বুঝেছেন মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তৃণমূল থেকে। আসলে হেরে যাওয়ার ভয় ধরেছে ওনার’ ঊ আশাবাদী দিলীপ ঘোষের কথায়, অনেক আগেই মোদী হওয়া ঢুকতে শুরু করেছিল শহরেঊ এবার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে শহরে বইছে মোদী ঝড়ঊ যা ঠেকাতে পারবেন না তৃণমূল নেত্রী।

দলের পতাকা লাগানোর অভিযোগে স্বরূপনগরে আক্রান্ত এক মহিলা সহ ৬ বিজেপি কর্মী

বসিরহাট, ২৫ এপ্রিল(হি.স) : বিজেপির ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুন লাগানোর অভিযোগে বুধবার রাতে স্বরূপনগরের মেদিয়া এলাকায় আক্রান্ত হতে আয় এক মহিলা সহ মোট ৬ জন বিজেপি কর্মীকে। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত কর্মীদের রাতেই ভর্তি করা হয় শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, বুধবার সারাদিন স্বরূপনগরের চারঘাট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুন লাগানোর কাজ করেন বিজেপি কর্মীরা। দিনভর দলীয় কাজের পরে রাতে চারঘাট পঞ্চায়েতের মেদিয়া এলাকায় এক জায়গায় খাওয়া-দাওয়া করছিলেন কর্মীরা। তখনই তাদের উপরে আচমকাই কিছু দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। দুষ্কৃতিদের মারে গুরুতর জখম হন মহিলা বিজেপি কর্মী দময়ন্তী রায়, বিদ্যুৎ দাস, স্বপন চক্রবর্তী, বলরাম দাস, নেপাল রায় সহ ৬ জন বিজেপি কর্মী। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের আনা হয় শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সকলে। বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে স্থানীয় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত অমল সিকদার, তারক বিশ্বাস, জনি ভৌমিক এই তিনজনের বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় মামলা দায়ের করেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী নেপাল রায়।

সপা-বসপা ও কংগ্রেস দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না : অমিত শাহ

গাজিপুর (উত্তর প্রদেশ), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের সুরক্ষার প্রসঙ্গ তুলে ধরে একযোগে কংগ্রেস, বসপা ও সপা-র বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। সমাজবাদী পার্টির প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদব, বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী এবং কংগ্রেস কখনই দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ারস্ট্রাইকের পর হতাশায় ভুগছেন মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধী। তাদের এই হতাশার কারণ কি বলে জানতে চান তিনি। অমিত শাহ আরও বলেন, এই মহাভেজাল জোট দেশের কথা বলে থাকে কিন্তু অখিলেশ, মায়াবতী এবং কংগ্রেস কখনই দেশকে রক্ষা করতে পারবে না। বিজেপি কখনই দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আপোস করেনি। পাকিস্তান গুলি ছুড়লে, তার জবাব গোলা দিয়ে দেওয়া হবে। ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া হবে।

দেশের বিভাজনকামীকে শক্তিকে মদত দিয়ে চলেছে কংগ্রেস। এমন অভিযোগ তুলে অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী বিভাজনকামী শক্তিকে মদত দিয়ে দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস দেশবিরোধী আইনকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে। দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া লোকেদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই এমন কাজ করতে চাইছে কংগ্রেস।

উদ্যোগী পুরসভা

আটের পাতার পর

কলকাতার কাশীপুর মহাশ্মশানের গঙ্গাতীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের।

১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়াত হন। তাঁকে বরাহনগরের শেষ প্রান্ত এবং কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের (তৎকালীন চিৎপুর পুরসভা) শুরুতে থাকা কাশীপুর মহাশ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। নিয়মানুযায়ী দাহকার্যের আগে শ্মশানের রেজিস্টারে প্রয়াত ব্যক্তির সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। পুরসভার কাছে সংরক্ষিত রেজিস্টারে দেখা যাচ্ছে, ক্রমিক নম্বর: ৯৫০। নাম: রামকিষ্টি পরমহংস। বয়স: ৫২ বছর। মৃত্যুর কারণ: গলায় ঘা। আর সে দিন রামকৃষ্ণদেবের দেহ নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সই করেছিলেন রেজিস্টারে।

ভুয়ো ওয়েবসাইট

আটের পাতার পর

করে ফর্মও নিতে পারেন চাকরিপ্রার্থীরা’ ।ওই ভুয়া ওয়েবসাইটে ফর্ম ভরে দেওয়ার পর জালিয়াতরা পরীক্ষার জন্য ‘ফি’ চাইতে পারে। সেই ‘ফি’-এর টাকা সম্পূর্ণ হস্তগত করার জন্যই এই জাল ওয়েবসাইটটা খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু পরীক্ষার্থী জালিয়াতদের ফাঁদে পা দিয়েছে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার ভুয়ো ফলাফল বের করে জাল নিয়োগপত্রও জালিয়াতরা ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দিতে পারে, এমন সন্দেহ গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে তদন্ত করে জালিয়াতদের সন্ধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

পেট্রোল-ডিজেল

পাচের পাতার পর

বেড়ে হয়েছে, ৬৬.৫৪ (নয়াদিল্লি), ৬৮.২৮ (কলকাতা), ৬৯.৬৫ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭০.২৬ টাকাঊ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়, সামঞ্জস্য রাখতেই তেলের দামা বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছেঊ তবে, ভোটের বাজারে পুনরায় পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ায় চিন্তায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার লক্ষ্যে ইস্তেহার প্রকাশ করল আপ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দিল্লির জন্য দলীয় ইস্তেহার প্রকাশ করলেন আম আদমি পার্টি(আপ)। এদিন ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া, রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং সহ দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতারা। দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি এই ইস্তেহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩৮ পাতার এই ইস্তেহারে আপের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। ইস্তেহারে স্পষ্ট বলা হয়েছে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবির ভিত্তিতে দিল্লি লোকসভা নির্বাচন লড়ছে আপ। সংসদে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা আদায়ের জন্য সরব হবে আপ সাংসদেরা। দিল্লির উন্নয়নের জন্য সমভাবাপন্ন দলগুলিকে সমর্থন করবে আপ।

এই উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, কাউকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানোর জন্য এই নির্বাচন লড়বে না আপ। দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই নির্বাচন লড়বে আপ। দিল্লি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেলে জনগণকে উন্নত নিরাপত্তা পরিষেবা দেওয়ার দায় পুলিশের উপর গিয়ে পড়বে। পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তাও উন্নত করা হবে। দিল্লির ৮৫ শতাংশ পড়ুয়া নতুন কলেজ পাবে।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার মধ্যপ্রদেশে দুটি জনসভা করবেন

ভোপাল, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): চতুর্থ দফার ভোটের আগে মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী দুটি জনসভা করবেন। বিজেপির মিডিয়া সেলের ইনচার্জ লোকেন্দ্র পরাশর বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রথম সভাটি করবেন মধ্যপ্রদেশের সিদ্ধিতে শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ। দ্বিতীয় সভাটি করবেন ওইদিন বেলা চারটের সময় জবলপুরে।

সিদ্ধি থেকে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়ছেন সাংসদ রীতি পাঠক। তিনি কংগ্রেসের অজয় সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে জবলপুরে বিজেপির থেকে নির্বাচনে লড়ছেন রাকেশ সিং। তিনি কংগ্রেসের লিগ্যাল সেলের চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সভার সদস্য বিবেক তানখার বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ছেন।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে রাকেশ সিং, তানখাকে দু-লক্ষ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে চার দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুরু হবে ২৯ এপ্রিল, তারপর হবে ৬ মে, ১২ মে এবং শেষ নির্বাচনটি হবে ১৯ মে।

স্নায়ুরোগ-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় হবে কলকাতায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : এই শহরে তৈরি হবে একটি নতুন স্নায়ুরোগ-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়। ঘোষণা করেছে ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স। কলকাতার মল্লিক বাজারের এই প্রতিষ্ঠানের ১০ বছর বয়স হল।

এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বিশ্বের ৪০ জন খ্যাতনামা নিউরোসায়েন্সের ব্যক্তিত্ব পা রেখেছিলেন। কলকাতায়। সেখানে ঘোষণা হল কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেসপেতে চলেছে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি গবেষণা শাখা এবং রোগীদের জন্য আরও বেশি শয্যা। মল্লিক বাজারে যেখানে ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেসঅবস্থিত, সেখানে রোগী পরিষেবার বিষয়গুলি সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হল পূর্ব ভারতের প্রথম হাসপাতাল। এখানে এই সংক্রান্ত সমস্ত চিকিৎসা হয়। বর্তমানে সেখানে ১৬০টি শয্যা আছে।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার জন্য বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি, উত্তেজনা পাঁড়ুইয়ের কসবা গ্রামে

বোলপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা থেকে ফেরার পর বুধবার রাতে বিজেপির কর্মীদের মারধর ও কানে বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হন বিজেপি কর্মীরা। রাতেই আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে যান বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। ঘটনার সুত্রপাত বুধবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ছিল ইলামবাজারের কামারপাড়া মাঠে। সভায় যাওয়ার পথেই বাধার মুখে পড়েন পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত কসবা গ্রামের বিজেপির কর্মীরা। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বাধা মুক্ত করে। কর্মী ও সমর্থকরা সভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু, সভা থেকে ফেরার পথেই পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করে।

সভা থেকে ফেরার পথে পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত কসবা গ্রামের কেশবপুরে বিজেপির কিছু কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে যায় পাঁড়ুই থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই গ্রামে পৌঁছন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও, বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা এখনও আতঙ্কে রয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে বুধবার আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। সভা শেষে ফেরার পথে নলহাটি ব্লকের বেশ কিছু বিজেপি কর্মী সিউড়ির হাটজনবাজার সংলগ্ন একটি মন্দিরের কাছে দাঁড়ালে সেখানে আক্রান্ত হয় বজেপির কর্মীরা। এরপর অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে রাত ১০টা পর্যন্ত বিজেপির তরফ থেকে চলে পথ অবরোধ।

পুরুলিয়ায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু, প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

পুরুলিয়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বেপরোয়া ট্রাকের দৌরাত্ম্যঊ পুরুলিয়া শহরের দেশবন্ধু এলাকায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রেরঊ বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেশবন্ধু রোডের রাঘবপুর মোড়ে, ৬০ (এ) জাতীয় সড়কেঊ ট্রাকের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ ক্ষুব্ধ জনতা ট্রাক চালককে পাকড়াও করে গণধোলাই দিতে থাকে, পাশাপাশি জাতীয় সড়কও অবরুদ্ধ করা হয় ।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে সাইকেল চালিয়ে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছিল দুই স্কুলছাত্র।

রোহিঙ্গা যুবতী

আটের পাতার পর

আটক রোহিঙ্গা যুবতীদের নাম শর্মিলা নারা, অতরিজা, শানভর, শেখুহ, তাজমি, নূরখয়াস, তৈয়বা এবং রুবিনা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ থেকে ভারতের ত্রিপুরায় প্রবেশ করে অসমের শিলচরে যাওয়ার পথে উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানার নিয়মিত তল্লাশিতে গত ১৯ এপ্রিল পাঁচ রোহিঙ্গা যুবতী-সহ এক নারী পাচারকারী যুবককে গ্রেফতার করেছিল। পরের দিন ধর্মনগরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের নির্দেশে পাঁচ যুবতীকে জেলা কারাগারে পাঠিয়ে ধৃত নারী পাচারকারী শ্যামল মিঞাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আটক যুবতীদের আবিজা সুলতানা, জন্নত বেগম, রাকিবা সুলতানা, হালেসা বেগম এবং রাসিদা বেগম বলে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ২০-এর মধ্যে।

ক্রিকইনফোর সর্বকালের বিশ্বকাপ একাদশে নেই বর্তমান তারকা

দরজায় কড়া নাড়ছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বিশ্বকাপ। মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া দলগুলো এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে অনুশীলনে। ক্রিকেটের মর্যাদাকর এই লড়াইয়ের আগে সবাইকে চমকে দিয়ে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ নির্বাচন করেছে ক্রিকেটের জনপ্রিয় পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো।

মূলত ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু হওয়া আসরটির সর্বশেষ ১১ সংস্করণের ক্রিকেটাররা জায়গা পেয়েছেন নির্বাচনটিতে। জরিপে অংশ নিয়েছেন ক্রিকইনফোর ২২ জন বিশেষজ্ঞ। পরিসংখ্যান বিবেচনায় নির্বাচন শুরু হয় ৩৯ জন ক্রিকেটার নিয়ে।

একমাত্র পাকিস্থানি পেসার ওয়াসিম আকরাম ছিলেন সবার পছন্দের তালিকায়। বাকি দশ ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন ভোটের ভিত্তিতে। তালিকায় স্থান হয়নি সময়ের অন্যতম সেরা তারকা বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের। গত আসরে ভারতকে দ্বিতীয় শিরোপা এনে দেওয়া মহেন্দ্র সিং ধোনিও নেই তালিকায়।

ওপেনিংয়ে আছেন অস্ট্রেলিয়ান হার্ডহিটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ও বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক শচীন টেন্ডুলকার। 'গিলি' ছাড়াও ব্যাটসম্যান-উইকেটরক্ষক হিসেবে মিডলঅর্ডারে জায়গা পেয়েছেন কুমার সাঙ্গাকারা। ২০১৫ বিশ্বকাপে চার সেঞ্চুরি করা লঙ্কান তারকাকে অবশ্য লড়তে হয়েছে স্বদেশী সনাৎ জয়াসুরিয়া এবং স্টিভ ওয়াহ, কপিল দেব ও এবি ডি ভিলিয়ার্সের মতো হেভিওয়েট ক্রিকেটারের সঙ্গে।

চার ব্যাটসম্যান, দুই অলরাউন্ডার, দুই পেসার ও দুই স্পিনার নিয়ে গঠিত তালিকাটিতে সর্বোচ্চ চার অজি ক্রিকেটার রয়েছেন। পাকিস্থান ও শ্রীলঙ্কা থেকে আছেন দু'জন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের একজন করে। অধিনায়কের আর্মব্যান্ড উঠেছে ১৯৯২ সালে পাকিস্থানকে প্রথম ও একমাত্র বিশ্বকাপ এনে দেওয়া ক্রিকেটার ও পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাহুতে।

নিচে তালিকায় থাকা ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকাপ পরিসংখ্যান দেওয়া হলো:

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (উইকেটরক্ষক)

তিনটি বিশ্বকাপ খেলা গিলক্রিস্ট ৩১ ম্যাচে করেছেন ১০৮৫ রান। ৯৮.০১ স্ট্রাইক রেটে তার গড় ৩৬.১৬। ডিসমিসাল ৫২টি। ২০০৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গিলির ১৪৯ রানের ঝড়ে শিরোপা উৎসব করেছিল অজিরা। তবে গ্লাভসে 'স্কোয়াশ' বল নিয়ে ব্যাট করায় সেবার বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি।

শচীন টেন্ডুলকার

'ক্রিকেট ঈশ্বর' হিসেবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি তার। সম্প্রতি ৪৬ বছরে পা রেখেছেন 'লিটল মাস্টার' খ্যাত শচীন টেন্ডুলকার। ১৯৯৬ ও ২০০৩ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। ২০১১ বিশ্বকাপেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করে ভারতকে দ্বিতীয় শিরোপা জেতাতে সাহায্য করেছেন। রেকর্ড ৬টি বিশ্বকাপ খেলা শচীন ৪৫ ম্যাচে ৪৫.৯৫ গড়ে করেছেন ২২৭৮ রান। স্ট্রাইক রেট ৮৮.৯৮। ১৫ অর্ধশতকের পাশাপাশি হাঁকিয়েছেন ৬টি শতক।

রিকি পন্টিং

অস্ট্রেলিয়া যে বিশ্বকাপে টানা ৩৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়েছিল তার অর্ধেক অবদান পন্টিংয়ের। অজিদের ইতিহাস গড়া হ্যাটট্রিক শিরোপার দু'টি এসেছে তার নেতৃত্বে। কেবল তা নয়, ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে একাই ১৪০ রান করে শিরোপা জেতান তিনি। ৪৬ ম্যাচে ৪৫.৮৬ গড় ও ৭৯.৯৫ স্ট্রাইকরেটে তার রান ১৭৪৩। বিশ্বকাপে ৫টি শতক ও ৬টি অর্ধশতক আছে তার। এছাড়া আউটফিল্ডার হিসেবেও বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নিয়েছেন পন্টিং।

ভিভ রিচার্ডস

সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার মানা হয় তাকে। ব্যাটিংয়ের ব্যাকরণটাই পাল্টে দিয়েছেন বোলারদের তুলোধুনো করা ভিভ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। ২০১৫ সালে জুরিদের নির্বাচনে 'সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার' নির্বাচিত হওয়া ভিভ বিশ্বকাপে ২৩ ম্যাচে ৩ শতক ও ৫টি অর্ধশতক হাকিয়ে করেছেন ১০১৩ রান। ৬৩.৩১ গড়ের পাশাপাশি তার স্ট্রাইকরেট ৮৫.০৫। অসাধারণ ফিল্ডার হিসেবেও খ্যাতি আছে ভিভের।

কুমার সাঙ্গাকারা

২০১৫ বিশ্বকাপে চারটি সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়েন সাঙ্গাকারা বিবেচিত হন আধুনিক ক্রিকেটের মানসপুত্র হিসেবে। বিশ্বকাপের এক আসরে ৫০০ রানের মাইলফলক ছোঁয়া চতুর্থ ক্রিকেটার তিনি। এই লঙ্কান উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ৩৭ ম্যাচে ৫ শতক ও ৭ অর্ধশতকে করেছেন ১৫৩২ রান। গড় ৫৬.৭৪ ও স্ট্রাইকরেট ৮৬.৫৫।

ইমরান খান (অধিনায়ক)

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর মতো সেরা একাদশেরও প্রধান ইমরান খান। ১৯৯২ বিশ্বকাপে 'আন্ডারডগ' দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। অলরাউন্ডার খান ২৮ ম্যাচে ৩৫.০৫ গড়ে করেছেন ৬৬৬ রান। বোল হাতে তার শিকার ৩৪ উইকেট।

ল্যান্স ক্লুজনার

১৯৯৯ বিশ্বকাপে আগুন ঝরানো বল করে টুর্নামেন্টের 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' হয়েছিলেন ল্যান্স ক্লুজনার। প্রোটিয়া পেসার বিশ্বকাপে খেলেছেন মাত্র ১৪ ম্যাচ। বল হাতে ২২.১৩ গড়ে নিয়েছেন ২২ উইকেট। আর ব্যাট হাতে ১২৪.০০ গড়ে তার সংগ্রহ ৩৭২ রান।

ওয়াসিম আকরাম

'সুলতান অব সুইং' নামেই খ্যাত তিনি। প্রজন্মের সেরা বাঁহাতি পেসার ওয়াসিম আকরামের সুইং জাদুতে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জিতে পাকিস্তান। ১৯৯৯ বিশ্বকাপেও দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপে ৩৮ ম্যাচ খেলে আকরাম উইকেট নিয়েছেন ৫৫টি। দুইবার ৪ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি একবার শিকার করেছেন ৫ উইকেট। ইকোনমি রেট ৪.০৪।

শেন ওয়ার্ন

সর্বকালের সেরা বলটি বেরিয়েছে শেন ওয়ার্নের হাত থেকে। 'স্পিন জাদুকর' খ্যাত এই অজি ডানহাতি লেগস্পিনার বল হাতে ১৭ ম্যাচে ৩.৮৩ ইকোনমি রেট শিকার করেছেন ৩২ উইকেট। ৪ উইকেট নিয়েছেন চারবার। অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতাতে না পারলেও ১৯৯৯ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন ওয়ার্ন।

মুত্তিয়া মুরালিধরণ

মুত্তিয়া ক্যারিয়ারে বিখ্যাত ছিলেন বিচিত্র বোলিংয়ের জন্য। অভিষেক বিশ্বকাপেই (১৯৯৬) শ্রীলঙ্কার হয়ে শিরোপার স্বাদ পান তিনি। ২০০৩, ২০০৭ ও ২০১১ বিশ্বকাপেও লঙ্কানদের তুরুপের তাস ছিলেন মুত্তিয়া। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৪০ ম্যাচ খেলে ৩.৮৮ ইকোনমি রেটে নিয়েছেন ৬৮ উইকেট। ওয়ার্নের মতো তারও আছে চারবার ৪ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব।

গ্লেন ম্যাকগ্রা ৩৯ ম্যাচে ৭১ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটা এখনো অক্ষত রেখেছেন ম্যাকগ্রা। ২০০৭ বিশ্বকাপে একটি হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি রেকর্ড ২৬ উইকেট নিয়েছেন এই অজি পেসার। সেবার প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টর পালকটিও যুক্ত হয় তার মুকুটে। বিশ্বকাপে ম্যাকগ্রার বোলিং ইকোনমি রেট ৩.৯৬। ৫ উইকেট পেয়েছেন দুইবার।

শুক্রবার বাংলাদেশে আসছে পাকিস্তানের যুবারা

২টি তিন দিনের ও ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলতে শুক্রবার (২৬ এপ্রিল) বাংলাদেশে আসছে পাকিস্তান অনূর্ধ-১৬ দল। প্রায় তিন সপ্তাহের সফরে আসবে পাকিস্তানের যুবারা। শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশে পৌঁছানো কথা রয়েছে তাদের।আগামী ২৯ এপ্রিল ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে প্রথম তিন দিনের ম্যাচ। এরপর ৫ মে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে হবে দ্বিতীয় দিনের ম্যাচ। এরপর একই ভেন্যুতে হবে তিনটি একদিনের ম্যাচ।পাকিস্তানের বিপক্ষে এই সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৬ দল:

মফিজুল ইসলাম রবিন, সাজ্জাদ হোসেন মিরাজ, সাকিব শাহরিয়ার, রাফসান জানি, সোহাগ আলি, রিহাদ খান (অধিনায়ক), আইচ মোল্লা, মাহফুজুর রহমান রাব্বি (সহ-অধিনায়ক), আজিজুল হক রনি, তানচীর আলম অয়ন, শামসুল ইসলাম ইপন, মাকসুদুর রহমান (উইকেটরক্ষক), আশিকুর রহমান, শাহরিয়ার আলম মহিম, এবং মুশফিক হাসান।

স্ট্যান্ডবাই: আমির হোসেন, খালিদ হাসান, মিনহাজুল হাসান, আরিফ আহমেদ অনিক, মোহাম্মদ সজীব।

স্টেইনের আইপিএল শেষ, বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত

এক মাস পরেই শুরু হচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর। এমন নাজুক সময়ে কাঁধের ইনজুরির কারণে চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে গেছেন প্রোটিয়া ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন।দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন স্টেইন। বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু রোববার (২১ এপ্রিল) চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে ডান কাঁধে চোট পান এই অভিজ্ঞ বোলার।দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট শিকারি স্টেইন আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তার কাঁধের অস্ত্রোপাচার করানোর সম্ভাবনা আছে। আর অস্ত্রোপাচার করা হলে তার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়াই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।বিশ্বকাপের ফাইনাল স্কোয়াড ঘোষণার জন্য ২৩ মে পর্যন্ত সময় পাবে দলগুলো। ফলে এখনও সময় আছে স্টেইনের হাতে। তবে বিশ্বকাপ উপলক্ষে আগামী ১২ মে থেকে শুরু হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অনুশীলন ক্যাম্পে তাকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অশ্বিনকে ব্যঙ্গ করে সমালোচিত কোহলি

টানা তিন জয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। কিন্তু দলীয় পারফরম্যান্স যতোটা বাহবা কুড়াচ্ছে অধিনায়ক বিরাট কোহলি ঠিক ততোটাই সমালোচিত হচ্ছেন।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) পাঞ্জাবের বিপক্ষে ব্যাঙ্গালুরু ১৭ রানে জয় পেলেও ম্যাচ শেষে ঠিকই মাঠের আচরণের কারণে সমালোচনায় পড়েন কোহলি। ম্যাচে ১৮ ও ১৯তম ওভারে ব্যাঙ্গালুরুর নিকোলাস পুরান ও মিলার দুর্দান্ত বল করে মাত্র ৯ রান দেন। শেষ ওভারে পাঞ্জাবের ২৭ রানের প্রয়োজন ছিল।

২০তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকান পাঞ্জাব অধিনায়ক রবীচন্দ্রন অশ্বিন। দ্বিতীয় দলেও একই দিকে বল পাঠাতে চাইলেও ধরা পরেন বাউন্ডারিতে দাঁড়ানো কোহলির হাতে। বল ধরে অশ্বিনকে বেশ ব্যাঙ্গাত্মক ইশারা করেন। এমনকি ম্যানকাডিং-এর মতো অঙ্গভঙ্গিও করেন।

সে সময় মাঠে অশ্বিন কিছু না বললেও মাঠের বাইরে গিয়ে গ্লাভস আর ব্যাট ছুঁড়ে মারেন। অবশ্য ম্যাচ শেষে কোহলি সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি অশ্বিন। উল্টো জানিয়ে দিয়েছেন, খেলার মাঝে এমন হতেই পারে।

তবে অশ্বিন যাই বলুন না কেন, সমর্থকরা চুপ করে থাকেননি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধুয়ে দিয়েছেন কোহলিকে। বেশিরভাগ সমর্থকই মনে করেন মাঠে কোহলির আচরণ আরও সংযত হওয়া জরুরি।

ওডিআই মর্যাদা পেলো ট্রাম্পের দেশ

বেসবল আর আমেরিকান ফুটবলের দেশ ইউএসএ। সেখানে ক্রিকেট যে তেমন জনপ্রিয় নয় সে তো জানা কথা। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি তথা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ এখন রীতিমত আইসিসি'র ওয়ানডে মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে। আর তা এসেছে 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা'র হাত ধরে! বেসবল আর আমেরিকান ফুটবলের দেশ ইউএসএ। সেখানে ক্রিকেট যে তেমন জনপ্রিয় নয় সে তো জানা কথা। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি তথা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ এখন রীতিমত আইসিসি'র ওয়ানডে মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে। আর তা এসেছে 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা'র হাত ধরে! হেঁয়ালি বাদ দিয়ে আসল কথায় আসা যাক। হংকংকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো আইসিসি'র ওয়ানডে মর্যাদা অর্জন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ)। এ উপলক্ষে নিজেদের অফিসিয়াল টুইটার একাউন্ট থেকে এক টুইট করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই টুইটে ইউএসএ দলের অধিনায়ক সৌরভ নেত্রাভালকারকে মার্ভেল কমিকের জনপ্রিয় চরিত্র 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা' হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) নামিবিয়ার উইন্ডহোকে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ লিগ ডিভিশন-২'এর বাছাইপর্বের ম্যাচে হংকংকে ৮৪ রানে হারিয়েছে আইসিসি'র সহযোগী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওপেনার জাভিয়ের মার্শালের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৮ উইকেটে ২৮০ রান সংগ্রহ করেছিল ইউএসএ। জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রানে থামে হংকং।

মার্কিন ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ নেত্রাভালকার একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার। তিনি এমনকি ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের হয়েও খেলেছেন। ২০১৩ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নিয়ে নিজের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার শুরু করেন এই বাঁহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ২০১৮ সালে এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়ে সেখানকার জাতীয় দলে ডাক পান। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপ পাড়ি দিয়ে একসময় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে আইসিসি'র সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে ইউএসএ'কে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসেন। আর এখন তার নেতৃত্বেই ওয়ানডে মর্যাদা পেল উত্তর আমেরিকার দেশটি।

যার সেঞ্চুরিতে ভর করে হংকংকে হারিয়েছে ইউএসএ, সেই মার্শাল নিজে একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অবাক করা বিষয় হলো তিনি যেসময় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দিলেন ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পরই বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

৩৩ বছর বয়সী মার্শাল ২০০৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাতীয় দলে সুযোগ পান। ইউএস'র হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ক্যারিবীয়দের হয়ে ২৪টি ওয়ানডে ও ৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ঝুলিতে পুরেছিলেন এই জ্যামাইকান। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনূর্ধ-১৯ দলে খেলার সময় তাকে 'তরুণ গর্ডন গ্রিনিজ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২টি টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক মার্শাল ২০০৮ সালে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। এর আগে এই রেকর্ড লঙ্কান গ্রেট সনথ জয়সুরিয়া ও সাবেক পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির (১১ ছক্কা) দখলে ছিল।

কানাডার বিপক্ষে ১২ ছক্কায় ১১৮ বলে ১৫৭ রান করেছিলেন মার্শাল। তবে তার রেকর্ড ২০১১ সালে ভেঙে দেন শেন ওয়াটসন। সেবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৫ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন সাবেক অজি অলরাউন্ডার। এরপর ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই ১৬টি ছক্কা হাঁকিয়ে সেই রেকর্ড ভাঙেন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা।

মূলত অভিবাসীদের নিয়ে গড়া মার্কিন ক্রিকেট দল। ঠিক এখানেই ট্রাম্প প্রাসঙ্গিক। মার্কিন মুলুকে অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তৎপর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তার দেশেরই অভিবাসীদের নিয়ে গড়া ক্রিকেট দল তাকে গর্ব করার মতো উপলক্ষ এনে দিলেন। যদিও তিনি ক্রিকেট কতটা বোঝেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদিকে একইদিনে নামিবিয়াকে হারিয়ে ওডিআই মর্যাদা পেয়েছে আরেক সহযোগী সদস্য দেশ ওমান। ফলে ওমান ও ইউএসএ দুই দেশই এখন স্কটল্যান্ড, নেপাল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গী হয়ে লিগ-২'এ পা রাখলো। এরপর এ দলগুলো ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সুযোগ পেতে একে অন্যের সঙ্গে আড়াই বছরে ৩৬টি ম্যাচ খেলবে।

আমার মন এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজেই পড়ে আছে

শুরু হয়ে গেছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের দামামা। আর মাত্র ৩৫ দিন বাকি এই বিশ্বযজ্ঞের। এরই মধ্যে বুধবার (২৪ এপ্রিল) বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে ক্যারিবিয়ানরা। ক্রিস গেইল, আন্দ্রে রাসেলের মতো তারকারা দলে জায়গা পেলেও সুযোগ হয়নি সুনীল নারাইন, কায়রন পোলার্ডের মতো ক্রিকেটারদের। অবশ্য হতাশ হলেও ভেঙে পড়ছেন না তারা। নারাইন তো এক কথায় জানিয়ে দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জন্য এখনো তার ভালোবাসা আগের মতই আছে।২০১৬ সালের অক্টোবরের পর ওয়ানডে ফরম্যাটে আর দেখা যায়নি নারাইনকে। দেশের হয়ে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টিও খেলেছেন ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তিনি এতটাই দূরে সরে গেছেন, যে তাকে দলে ভাবা প্রায় অসম্ভবই ছিলো বোর্ড ও নির্বাচকদের জন্য।বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলছেন নারাইন। যদিও লিগামেন্টের চোটের কারণে তাকে আইপিএল শেষে লম্বা বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। বিশ্রামেও ঠিক না হলে তাকে ছুরিকাঁচির নিচেও যেতে হতে পারে।সব কিছু মিলিয়ে নারাইনকে বিশ্বকাপ দলের বাইরেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উইন্ডিজ বোর্ড। নিজের বিশ্বকাপের সুযোগ হারানো প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেন ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে।

লা লিগায় বার্সার আধিপত্য ভাঙার লক্ষ্য জিদানের

ঘরোয়া লিগে গত এক দশকে রিয়াল মাদ্রিদের প্রাপ্তি একেবারেই আশানুরূপ নয়। সাম্প্রতিক সময়ে তো তা আরও হতাশাজনক। বিপরীতে বার্সেলোনা জিতে চলেছে একের পর এক শিরোপা। আসছে মৌসুমে তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের আধিপত্য ভাঙতে লা লিগাকে প্রাধান্য দিতে চান মাদ্রিদের দলটির কোচ জিনেদিন জিদান।

মঙ্গলবার আলাভেসকে হারিয়ে ২৬তম লিগ শিরোপা জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেছে বার্সেলোনা। এই নিয়ে শেষ ১০ মৌসুমে সপ্তমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হবে কাতালান ক্লাবটি। যেখানে এই সময়ে মাত্র দুবার শিরোপা জিতেছে রিয়াল। এবারও বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে রয়েছে দলটি।

চলতি মৌসুমটা মোটেও ভালো কাটেনি স্পেনের সবচেয়ে সফল দলটির। হুলেন লোপেতেগির অধীনে মৌসুম শুরু করা রিয়াল গত বছরের অক্টোবরে স্প্যানিশ এই কোচকে ছাঁটাই করে দায়িত্ব দেয় সান্তিয়াগো সোলারিকে। আর্জেন্টাইন এই কোচের অধীনেও প্রত্যাশিত ফল মেলেনি। তাই মার্চে দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাবের দায়িত্ব নেন জিদান। সংবাদ সম্মেলনে জিদান বলেন, "আমরা খুব ভালো শুরু করার চেষ্টা করব। কারণ যদি তা করা না যায় তাহলে আবারও মৌসুমটা কঠিন হবে।"

"লিগকে প্রথম লক্ষ্য হিসেবে আপনাকে রাখতে হবে। লিগ সবসময়ই আমাদের মনে আছে, কিন্তু একটা দল আছে যারা অনেক দিন ধরে খুব ভালো করছে। আগামী মৌসুমে এটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কারণ এটাই সব থেকে কঠিন।""আমরা ৩৩বার লিগ জিতেছি আর বার্সেলোনা কতবার জিতেছে? সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালো করছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দল যখন ভালো করে তার স্বীকৃতি আপনাকে দিতে হবে এবং অভিনন্দন জানাতে হবে। কিন্তু ইতিহাসে রিয়াল মাদ্রিদ লিগ বেশি জিতেছে।"

একই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা অন্য প্রতিযোগিতার শিরোপাতেও নজর থাকবে বলে জানান জিদান।

"চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কম ম্যাচ খেলতে হয় আর লিগে ৩৮টি ম্যাচ থাকে। আমাদের অবশ্যই এই প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হওয়া চলবে না এবং আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটি শিরোপা জেতার।"

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত দেড়টায় লিগে গেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল।

CMYK

জাগরণ 26 April, 2019, Friday আগরতলা ২৬ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ১২ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার পিআরসিআই ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে সেরা জনসংযোগের জন্য ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেটকে সংশাপত্র প্রদান করা হয়েছে। পিআরসিআই ত্রিপুরা চ্যাপ্টার আটটি সংস্থার জনসংযোগ কর্মসূচি যাচাই করার পর ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেটকে সেরা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ছবি- নিজস্ব।

কদমতলায় বধূ নির্যাতন, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৫ এপ্রিল।। পুনরায় বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটলো উত্তরের কদমতলা থানাধীন ঝেরঝেরি গ্রামে।এই নিয়ে পরপর মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে শীর্ষে উঠতে চলছে উত্তর জেলা।আজও একই ঘটনা ঘটে। কদমতলা থানাধীন বাগন পঞ্চায়েতের ঝেরঝেরি গ্রামের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাবুদ্দীন(৪০) তার স্ত্রী নেহারুন নেছাকে পনের জন্য বেধরক মারপিট করে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, অভিযুক্ত সাবুদ্দীন প্রথমে একটি বিবাহ করা স্বত্বেও গত তিন মাস পূর্বে প্রলোভনের ফাদে ফেলে বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নেহারুন নেছাকে(২২) বিবাহ করে। সবেমাত্র বিয়ের দুই মাস। কিন্তু বিয়ের ১০-১২ দিন পর থেকে সে স্ত্রীর উপর চরম আক্রমণ শুরু করে পনের জন্য।দরিদ্র পরিবারের কন্যা নেহারুনের একমাত্র বর্তমান মায়ের কাছ থেকে টাকা এনে দেওয়ার জন্য বলে সে।কিন্তু অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের নিকট টাকা না থাকায় এনে দিতে সম্ভব হয়নি।গতকাল রাতে সাবুদ্দীন স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু স্ত্রী নেহারুন নেসার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে প্রাণে বাচায়।তারপর নেহারুনের মা তাকে স্বামীর বাড়ি থেকে নিয়ে এসে প্রথমে কদমতলা গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করেন।কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।এদিকে নেহারুন নেসা স্বামী শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।

নতুন ভারতে দেশের সুরক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দ্বারভাঙায় বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

দ্বারভাঙা (বিহার), ২৫ এপ্রিল (হি.স.): নতুন ভারতে সন্ত্রাসবাদকে খতম করা এবং দেশের সুরক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারউ নতুন ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় ঢুকে মারা হবেউ বৃহস্পতিবার বিহারের দ্বারভাঙার নির্বাচনী জনসভায় এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন দ্বারভাঙায় হুঙ্কার দিয়ে আরজেডি ও কংগ্রেসকে নিশানা করে দেশকে সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের জনকল্যাণমূলক এজেন্ডা জনগণের সামনে তুলে ধরেনউ বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত মাতার জয়' হল ভক্তি এবং 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান জীবনের শক্তিউ ভারত মাতার সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং শান্তির জন্য ১৩০ কোটি ভারতবাসী মিলিত হয়ে কাজ করছিউ কিন্তু, কিছু মানুষের 'ভারত মাতার জয়' এবং 'বন্দে মাতরম' নিয়ে সমস্যা আছেউ এই ধরনের মানুষের জামানত জব্দ হওয়া উচিত।

শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রতিক ধারাবাহিক বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যে সন্ত্রাসবাদ চলতি সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কায় সাড়ে তিনশোরও বেশি নিরপরাধ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে, সেই সন্ত্রাসবাদ মহাভেজাল বিরোধীদের জন্য কাছে কোনও ইস্যুই নয়উ আমাদের আশেপাশেই সন্ত্রাসবাদের কারখানা চলছে অথচ মহাভেজাদের তা নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেইউ' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মহাভেজালদের কাছে সন্ত্রাসবাদ হয়তো কোনও ইস্যু নয়, কিন্তু নতুন ভারতে সন্ত্রাসবাদকে খতম করা এবং দেশের সুরক্ষাই সবচেয়ে বড় ইস্যুউ এটা নতুন ভারত, সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় ঢুকে মারা হবেউ' বিরোধীদের জোটকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'মহাভেজাল মানুষদের জন্যই দ্বারভাঙার ক্ষতি হয়েছে, সন্ত্রাসের নতুন-নতুন মডিউল তৈরি হয়েছেউ কিন্তু, এবার কোনও মডিউলও থাকবে না, জঙ্গিও বাঁচবে নাউ দেশের জনগণ দেখে থাকবেন যে সমস্ত মানুষ লাফিয়ে লাফিয়ে, উচ্চস্বরে স্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়েছিল, তাঁরা তিন দফার ভোটগ্রহণের পরই আচমকাই উধাও হয়ে গিয়েছে।

নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ইতিহাসে এই প্রথমবার উচ্চবর্গের দরিদ্রদের জন্যও ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে, তাও আবার অন্যান্য শ্রেণীবর্গের অধিকারের সঙ্গে কোনওরকম অসুবিধা না করেইউ বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের প্রদর্শিত পথকে আরও শক্তিশালী করেছে এনডিএ সরকার কিন্তু ভোটের জন্য মহাভেজাল শুধুমাত্র গুজব ছড়াতেই ব্যস্তউ আপনাদের আমি আশ্বাস করতে চাই-যতদিন পর্যন্ত মোদী থাকবে ততদিন পর্যন্ত কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

এদিনের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২৩ মে নতুন সরকার গঠনের পর দেশের প্রতিটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনার সুফল পাবেন, তাঁরা মাসিক পেনশন সুবিধা পাবেনউ ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধউ' দ্বারভাঙার জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, 'আপনাদের এক-একটি ভোট মোদীর খাতায় এলেই, চৌকিদার আরও শক্তিশালী হবেউ আমাদের দেশ আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার, সরকারও শক্তিশালী হওয়া দরকারউ প্রধানমন্ত্রীও শক্তিশালী হওয়া দরকারউ সন্ত্রাসবাদকে কে খতম করতে সক্ষম? একা মোদীর পক্ষে সম্ভব নয়উ এই কাজ করতে পারে আপনাদের একটি ভোটউ আপনাদের মোদী আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সন্ত্রাসবাদকে খতম করবে।

মিজোরামের ভাইরেংটিতে আটক আট রোহিঙ্গা যুবতী

শিলচর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ত্রিপুরার পর এবং মিজোরামে আটক করা হয়েছে আট রোহিঙ্গা যুবতীকে। বুধবার সন্ধ্যারাতে শিলচর (দক্ষিণ অসম) থেকে মিজোরামের আইজলগামী একটি নাইটসুপারে নিয়মিত তালাশিতে ধরা পড়েছে তারা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতাকাল সন্ধ্যায় শিলচর থেকে আইজলগামী বাসে চড়েছিলেন আট যুবতী। ভাইরেংটির আন্তঃরাজ্য চেকগেটে রুটিন তালাশি চালাচ্ছিলেন মিজোরাম পুলিশের কর্তব্যরত অফিসার-কর্মীরা। তালাশির সময় এই আচ যুবতি কোনও ভিসা বা পাসপোর্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট নথি দর্শাতে পারেননি পুলিশকে। এর পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চেকগেট ওয়াচপোস্টে। সেখান থেকে আজ পাঠানো হয়েছে আইজল থানায়। প্রসঙ্গত, মিজোরামে ওই রাজ্যের বাসিন্দা ছাড়া যে কাউকে ইনার লাইন পারমিট নিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

যুগেন্দ্রনগরে গাঁজা সহ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫, এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় যোগেন্দ্র নগর রেলস্টেশন থেকে গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছেন স্থানীয় জনগন। তাকে রেল পুলিশের হাতে গাঁজা সহ তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক যুবকের নাম জুয়েল ইসলাম। রাজ্য সরকার ও প্রশাসন রাজ্যকে নেশামুক্ত করার উদ্যোগ নিলেও নেশা পাচারকারীরা নতুন নতুন কৌশলে গাঁজা পাচার বানিজ্য অব্যাহত রেখেছে। বৃহস্পতিবার আগরতলায় যোগেন্দ্র নগর রেলস্টেশনে দুটি ব্যাগ নিয়ে সন্দেহ জনকভাবে ঘুরাফেরা করার সময় এক যুবককে আটক করেন স্থানীয় জনগন। তার কাছে পাওয়া দুটি ব্যাগ থেকে ১০ কেজি শুকনো গাঁজা মিলেছে। গাঁজা সহ আটক যুবককে জিআরপিএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। গাঁজাসহ আটক যুবক জানায় অভাব অনটনের কারণেই সে একাজটি করেছে। তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ডেলিভারী করানোর মতো টাকাও নেই। টাকার প্রয়োজনেই সে মেলাঘরের ওমরাই এলাকা থেকে ব্যাগ দুটি নিয়ে এসেছে ধর্মনগরে পৌঁছে দেবার জন্য। গাঁজার মালিকরা তাকে বলেছে অটো নিয়ে যোগেন্দ্র রেলস্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে রেলে করে ধর্মনগরে ব্যাগ দুটি পৌছে দিতে। সেঅনুযায়ী সে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে এ কাজ করেছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, গাঁজা পাচারকারীরা নিরীহ মানুষকে অর্থের লোভ দেখিয়ে এসব কুকর্মে যুক্ত করছে।

বিশালগড়ে বৈশাখি মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ এপ্রিল ।। ডটকমের যুগে নতুন প্রজন্ম যান্ত্রিক সভ্যতায় ঝুকছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার পাশাপাশি নিজদের সভ্যতাকেও বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। বিশালগড়ে ৫দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ছাত্র যুব সমাজের প্রতি এই আহ্বান জানান তিনি। বিশালগড় নিউ মার্কেট শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ৫দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা। এই মেলা চলবে আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ৫দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৈশাখ মাস হলো মঙ্গলের মাস। সারা বছর যেন আমরা ভালভাবে কাটাতে পারি সেই প্রত্যাশারই জন্ম নেয় বৈশাখ মাসে। প্রত্যেকেই প্রার্থনা করেন স্বপরিবারে যেন সুস্থ, সুন্দর আনন্দমুখর জীবনযাপন করতে পারেন। বৈশাখ মাসে বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। এটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যও বটে। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের মেলা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। মেলায় ক্রেতা বিক্রেতারা আসেন। জাতি উপজাতি, বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয় মেলা প্রাঙ্গণ। এই মেলায় যাতে বাংলাদেশের লোকজনও শামিল হন সেই আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্তমান যুগ মোবাইল, ওয়াটসঅ্যাপ ও কম্পিউটারের যুগ। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ এখন যোগাযোগ রক্ষা করেন। সভ্যতা ক্রমশই যেন যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এ ধরনের মেলা মানুষকে যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরিয়ে এনে আলাপ চারিতার মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের মেলা সমাজে মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। বিশালগড়ের বৈশাখী মেলাকে আগামীদিনে আরও সমৃদ্ধ করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিশালগড়ে বৈশাখী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী নিতাই চৌধুরী, প্রতিমা ভৌমিক, রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

জলের টান, ভোগান্তি দক্ষিণ কলকাতার একাংশে

কলকাতা, ২৫ (হি. স.) : শহরের জল-সরবরাহের উন্নতি হয়েছে বলে বরাবরই দাবি করছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু গরম পড়তে না পড়তেই জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে দক্ষিণ শহরতলীর নানা অংশে। পূর্বতন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় যে অনুষ্ঠানেই যেতেন, সেখানেই দাবি করতেন, জল সরবরাহ উন্নত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্য কিছুই বলছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন কলকাতা পুরসভার সিপিএম নেত্রী রত্না রায়বর্মণ। তাঁর ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডেও গভীর জলসঙ্কট। তাঁর অভিযোগ, "আমরা অনেক দিন ধরে কর্তৃপক্ষকে বলছি সমস্যার কথা। লাভ হয়নি। গার্ডেনরিচ প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ না বাড়ালে সমস্যা কাটবে না।"

সিপিএমের মুখ্য সচেতক চয়ন ভট্টাচার্য 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি বলেন, "গার্ডেনরিচ প্রকল্প থেকে যে জল আসার কথা, তা একেবারে কমে গিয়েছে। আমার এলাকা অর্থাৎ ১১১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ১৮টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। সেগুলির জলস্তরও নেমে গিয়েছে। এ রকম নলকূপের জল খুব অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করেন অনেকে। পর্যাপ্ত পরিশোধিত জলের অভাবে ব্রহ্মপুর, কামডহরি, নাথপাড়া, ঘোষপাড়া, সর্দারপাড়া, কামডহরি প্রভৃতি এলাকায় মানুষ যথেষ্ট কষ্টে আছে।

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদবপুর, বিজয়গড়, বাঘাযতীন, শ্রীকলোনি, বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি সহ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় জলকষ্ট প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

এইসব এলাকায় জলসঙ্কটের কথা স্বীকারও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়রের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দেন, জলসঙ্কট মেটাতে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ করতে হবে। মেয়রের দায়িত্ব নিয়ে জলসঙ্কট মেটাতে একাধিক বৈঠক করেছেন। একাধিক সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির বিস্তীর্ণ এই অংশের বাসিন্দাদের কথায়, এখন শীত-গরম বলে কিছু নেই। বছরের সিংহভাগ সময়ই পানীয় জলের সঙ্কটে ভোগেন তাঁরা। বাধ্য হয়ে ভূগর্ভস্থ নলকূপের ব্যবস্থাও কেউ কেউ করে নিচ্ছেন। এতে মাটির তলায় জলে টান পড়ছে। দক্ষিণ শহরতলির এই এলাকাগুলিতে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিই সবথেকে বেশি। তাঁদের কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, জলসঙ্কট তো ছিলই। কোনও কোনও এলাকায় ঘোলা জল বিপত্তি বাড়িয়েছে। যেকারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের জবাবদিহির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বাসিন্দারা জানান, পুর প্রশাসনের কর্তারা যতই দাবি করুন না কেন, আদপে এলাকার জলকষ্ট গরম পড়লেই তীব্র আকার ধারণ করে। আশা করা হয়েছিল, ধাপা জল প্রকল্প চালু হয়ে গেলে সেই কষ্ট লাঘব হবে। কিন্তু সেই প্রকল্পের পাইপ এখনও এলাকার সব অংশে পৌঁছয়নি। ফলে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল আজও আসেনি। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, দক্ষিণ শহরতলির জলকষ্ট লাঘবের চেষ্টা আমরা করছি। আমাদের শহরে ভূগর্ভে পাইপ লিকের জন্য গ্যালন গ্যালন জল নষ্ট হচ্ছে। সেইসব পাইপ বদলে ফেলতে হবে। নাহলে 'জ্যাকেটিং' করতে হবে। যাতে জল বেরিয়ে না যেতে পারে।

জল সরবরাহ বিভাগের এক কর্তার কথায়, দক্ষিণ শহরতলির ৯৫-১১০ নম্বর ওয়ার্ডের অনেক জায়গায় জলের সমস্যা রয়েছে। তবে আগের তুলনায় কমেছে। পাইপ বসানোর কাজ চলছে। কবে জলের সমস্যা পুরোপুরি লাঘব করা যাবে, তা নিয়ে কোনও কর্তাই স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

বিভাগীয় ডিরেক্টর জেনারেল মৈনাক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ধাপা জলপ্রকল্প থেকে বেশিরভাগ অংশই এখন জল পাচ্ছে। বাকি অংশগুলি আর কিছুদিনের মধ্যে পাবে। অবশ্য তাঁর বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, গরমের জেরে জলস্তর অনেকটাই নেমে যায়। তাই জল পরিশোধন প্রকল্পে চাহিদা মতো জল সর্বদা মিলছে না। অপরদিকে, জলের চাহিদাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। টালিগঞ্জ, কসবা, যাদবপুর এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিংহভাগ এলাকার বাসিন্দারাই জলকষ্টে সবথেকে বেশি জর্জরিত। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইসব এলাকায় জল সরবরাহের জন্য তিনটি জলাধার রয়েছে। ধাপা জলপ্রকল্প থেকে ওই জলাধারগুলিতে জল যায়। আনন্দপুর, মুকুন্দপুর এবং পাটুলির তিনটি জলাধার থেকেই জল সরবরাহ হয়। পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের কর্তাদের কথায়, এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ছোট জলাধার তৈরি করা হয়েছে। যেগুলির ক্ষমতা ০.২ থেকে ০.৩ মিলিয়ন গ্যালন।

চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভুয়ো ওয়েবসাইট

কলকাতা,২৫ এপ্রিল(হি.স.) : পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণা উ পশাপাশি চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলারও চেষ্টা করছে প্রতারকরা উ তদন্তে নেমেছে লালবাজারউ

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্তাদের প্রথম চোখে পড়ে এই জাল ওয়েবসাইটটি। একই রকম দেখতে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস। শুধু মাঝখানে অতিরিক্ত 'বি'। খুললে একই রকম লেখা। রয়েছে অশোকস্তম্ভ চিহ্নও। শুধু বাঁদিকে 'কল লেটার' লেখা একটি অতিরিক্ত আইকন রয়েছে, যেটি আসলটিতে নেই। এমনকী 'নিউ' বলে ভুয়াটিতেও বেশ কিছু 'আপডেট' করা হয়েছে। সাধারণ কোনও ব্যক্তি বা চাকরিপ্রার্থীর পক্ষে আসল ও নকলের পার্থক্য ধরা সহজও নয়।এরপরই লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন কমিশনের এক কর্তা। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেছে সাইবার থানা। এই সরকারি ওয়েবসাইটের নকল তৈরি করে তারা চাকরিপ্রার্থীদের বিভ্রান্ত করছে। একই সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলারও চেষ্টা করছে তারা।

পুলিশ জানান, ' পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্তাদের চোখে পড়ে এই জাল ওয়েবসাইটটি। একই রকম দেখতে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস। শুধু মাঝখানে অতিরিক্ত 'বি'। খুললে একই রকম লেখা। রয়েছে অশোকস্তম্ভ চিহ্নও। শুধু বাঁদিকে 'কল লেটার' লেখা একটি অতিরিক্ত আইকন রয়েছে, যেটি আসলটিতে নেই। এমনকী 'নিউ' বলে ভুয়াটিতেও বেশ কিছু 'আপডেট' করা হয়েছে'। গোয়েন্দাদের মতে ,ওই ভুয়ো ওয়েবসাইটে আবেদন

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচনী কাজ, ব্যাঙ্ক পরিষেবা লাটে তুললেন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ইলেকশান ডিউটির অজুহাত দেখিয়ে কল্যাণপুর ইউকো ব্যাঙ্কের শাখা বৃহস্পতিবারও বন্ধ রেখে ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন ব্যাপক কর্মীরা। তাতে ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। টানা পাঁচদিন ধরে কল্যাণপুরে ইউকো ব্যাঙ্কের ঝাপ বন্ধ। ইলেকশন ডিউটি নামে একটি নোটিশ সদর দরজায় ঝুলিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ককর্মীরা দিব্যি ছুটির মেজাজে কাটাচ্ছেন। গত মঙ্গলবারই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অথচ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে ব্যাঙ্কের শাখা। তাতে ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল কল্যাণপুরের সাপ্তাহিক হাটবার। বহু মানুষ জরুরী প্রয়োজনে টাকা তোলার জন্য কল্যাণপুরে ইউকো ব্যাঙ্কের শাখায় এসে সাঁটার বন্ধ দেখে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ব্যাপক কর্মীদের এহেন খামখেয়ালি ও দায়িত্বজ্ঞান হীনতায় সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন।

স্মৃতির নানা নথি সংরক্ষণে উদ্যোগী পুরসভা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : শ্রীরামকৃষ্ণ-সহ মহাপুরুষদের শেষকৃত্যের নথি ও অমূল্য নানা দলিল সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এই সঙ্গে পুরসভায় যে প্রাচীন সঙ্কলনে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকৃত্যের নথি আছে,তার অবিকল একটি প্রতিলিপি তৈরি করে রাখা হবে বেলুর মঠে।

মহাপুরুষদের জন্ম-মৃত্যুর মত পুরসভায় যে সব পুরনো নানা নথি আছে, সেগুলির কাগজ হলুদ হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের ওই সব নথিপত্র আজও রাখা আছে কলকাতা পুরসভার মহাফেজখানায়। পুরসভা সূত্রের খবর, শ্রীরামকৃষ্ণের পাশাপাশি আরও অনেক মনীষীর শেষকৃত্যের নথি রয়েছে সেখানে। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, এগুলি বিশেষ ভাবে সংরক্ষণের কাজ চলছে।

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকৃত্যের নথি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই পুর প্রশাসন শ্মশানের সেই রেজিস্টারের অবিকল নকল একটি বই মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে। ১৩৩ বছর আগে উত্তর

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবারও চলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তরপত্র দেখার কাজ। ছবি- নিজস্ব।

মমতা বন্দোপাধ্যায় যা দায়িত্ব দেবেন মাথা পেতে নেব, প্রার্থী ঘোষণার পর জানালেন মদন মিত্র

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে এবার তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। বিধানসভায় বাকি খালি আসন গুলোর মধ্যে হাবিবপুরে প্রার্থী হচ্ছেন অমল কিসকু। ইসলামপুরে প্রার্থী করা হয়েছে আবদুল করিম চৌধুরীকে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চমক রয়েছে দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্রেও। দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিনয় তামাং। তাঁকে সমর্থন করবে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেত্রী প্রার্থী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মদন মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দোপাধ্যায় যা দায়িত্ব দেবেন, মাথা পেতে নেব। পার্টি যা দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করব'।

চলতি লোকসভা নির্বাচনে টিকিট নিয়ে অসন্তোষের জেরে ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁকেই ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে বিজেপি। এর জন্য বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন অর্জুন সিং। যার ফলে ভাটপাড়া বিধানসভা আসনটি বিধায়ক শূন্য হয়ে পড়ে। এখন সেই ভাটপাড়া উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র । ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে কামারহাটি থেকে হেরে গিয়েছিলেন মদন মিত্র। সে বার জেল থেকে ভোটে লড়েছিলেন তিনি। সিপিআইএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ের কাছে হেরেছিলেন তৃণমূলের এই দাপুটে নেতা। ভোটে হারলেও মাটি ছাড়েননি। তারপর জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে ফের তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়েছেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীরা দলত্যাগ করায় রাজ্যের ছ''টি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯ মে উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে কান্দি ও নওদা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের নোটিফিকেশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। যার জেরে আপাতত চারটি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুরে কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি তৃণমূলের টিকিটে লোকসভায় দাঁড়িয়েছেন। মালদা জেলার হবিবপুরের সিপিএমের টিকিটে খগেন মুর্মু জিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অপরদিকে নওদা ও কান্দি থেকে ২০১৬ সালে জিতেছিলেন যথাক্রমে আবু তাহের ও অপূর্ব সরকার। তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দু''জনেই তৃণমূলের টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়ছেন। বর্তমানে জিটিএ প্রধানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিনয় তামাং । তবে উপনির্বাচনে লড়ার জন্য তাঁকে জিটিএ চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে । দার্জিলিংয়ের বিধায়ক অমর রাই তৃণমূলের টিকিটে এবার দার্জিলিং লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । ফলে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক পদ থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয় তাকে । তাই তার ফেলে যাওয়া বিধানসভা আসনে নির্বাচন হবে এবার । আগামী ১৯ মে উপনির্বাচন আছে এই সব বিধানসভা কেন্দ্রের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।